# শিক্ষক সহায়িকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

অপরাজেয় বাংলা

সাবাস বাংলাদেশ

বিজয় '৭১

## মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কয়েকটি ভাস্কর্য

**ক. অপরাজেয় বাংলা:** অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্যটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মরণে নির্মিত যাতে তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। শিল্পী সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ ১৯৭৯ সালে এটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবনের সামনে এটি অবস্থিত ।

**খ. সাবাস বাংলাদেশ:** সাবাস বাংলাদেশ ভাস্কর্যটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ভাস্কর্য যা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতীকীরূপ। ১৯৯১ সালে শিল্পী নিতুন কুণ্ডু এটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন। ভাস্কর্যটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থিত।

**গ. বিজয় '৭১:** মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মূর্তপ্রতীক এই ভাস্কর্যটি। ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এটি অবস্থিত। ভাস্কর্যটির শিল্পী শ্যামল চৌধুরী, নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ২০০০ সালে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম - ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

## শিক্ষক সহায়িকা

# শিল্প ও সংস্কৃতি

## সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

মঞ্জুর আহমদ
তানজিল ফাতেমা
শেখ নিশাত নাজমী
কামরুল হাসান ফেরদৌস
মোঃ রেজওয়ানুল হক
মুহাম্মদ রাশীদুল হাসান শরীফ
তানজিনা খানম
সুলতানা সাদেক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০. মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত


---

[ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ]


প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২২

## শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

## চিত্রণ ও প্রচ্ছদ

রাসেল রানা

## প্রচ্ছদ চিত্রণ

রাসেল রানা

## গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

---

মুদ্রণে:

# প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার যেকোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষের ভেতরে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রেণির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে সপ্তম শ্রেণির শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের যেকোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে যেকোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

**প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম**
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# বিষয় পরিচিতি

আমাদের মনের সুন্দর চিন্তাগুলোকে যখন আমরা সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করি তখন তা হয়ে ওঠে শিল্প। আমাদের জীবনযাত্রা, ভাষা, খাবারদাবার, আচার, আচরন, অনুষ্ঠান, পোশাক, শিল্প সব কিছু নিয়ে আমাদের সংস্কৃতি। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ও জাতির রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। ভুবনজোড়া সংস্কৃতির এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের কারণে আমাদের পৃথিবী এত সুন্দর ও বৈচিত্র্যময়।

বাংলাদেশে রয়েছে অনেক জাতিসত্তা আর সম্প্রদায়ের মানুষ। আমাদের দেশের এই নানা জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মানুষের রয়েছে নিজস্ব জীবন ধারা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। হরেক রকমের সংস্কৃতির এই মেলবন্ধন আমাদের দেশকে দিয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। আমাদের সংস্কৃতি হলো আমাদের শিকড়। শিকড়ের সাহায্যে গাছ যেমন পুষ্টি পায়, বেড়ে ওঠে তেমনি আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে শিকড় বা মূল হিসেবে গণ্য করে হয়ে উঠব বিশ্বনাগরিক।

‘শিল্প ও সংস্কৃতি’ বিষয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা নিজের দেশ ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসার পাশাপাশি অন্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। একই সঙ্গে আমাদের অনুভূতিগুলোকে আঁকা, গড়া, কণ্ঠশীলন, অঙ্গভঙ্গি, লেখাসহ নানা রকমের সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারব।

আমাদের চারপাশের প্রকৃতিই হলো আমাদের আনন্দ আর শিল্প সৃষ্টির অপার ভুবন। প্রকৃতিতে রয়েছে প্রাকৃতিক নানা বিষয়বস্তু ও উপাদান। আকাশ, বাতাস, পানি, মাটি, চাঁদ, সূর্য, তারা, নদী, পাহাড়, গাছপালা, ফুলফল, পশুপাখি এসব বিষয়বস্তু ও উপাদানের আকার-আকৃতি, গড়ন, রং, সুর, তাল, লয়, ছন্দ,ভঙ্গি বিভিন্নভাবে আমাদের আন্দোলিত করে।

‘শিল্প ও সংস্কৃতি’ বিষয়ের মধ্য দিয়ে আমরা চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয়, লেখাসহ শিল্পকলার যে শাখায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব, সে শাখায় ইচ্ছেমতো আমাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাতে পারব এবং শিল্পের আনন্দ উপভোগ করতে শিখব। এর চর্চার মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন শিল্পকলায় দক্ষ হয়ে উঠতে পারি, তেমনি দৈনন্দিন জীবনেও সে নান্দনিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে পারি। ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধসহ গর্ব আর আত্ম-ত্যাগের সকল ইতিহাসকে জেনে অন্তরে ধারণ করে দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শিখব ‘শিল্প ও সংস্কৃতি’ বিষয়টির মধ্য দিয়ে।

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| ভূমিকা | ১-৫ |
| নির্দেশনা | ৬-৬ |
| বিশ্বজোড়া পাঠশালা | ৭-১০ |
| নকশা খুঁজি নকশা বুঝি | ১১-১৪ |
| মায়ের মুখের মধুর ভাষা | ১৫-১৮ |
| স্বাধীনতা আমার | ১৯-২২ |
| বৈচিত্র্যে ভরা বৈশাখ | ২৩-২৭ |
| কাজের মাঝে শিল্প খুঁজি | ২৮-৩০ |
| প্রাণ-প্রকৃতি | ৩১-৩৪ |
| প্রাণের গান | ৩৫-৩৮ |
| চিত্রলেখা | ৩৯-৪২ |
| শরৎ উৎসব | ৪৩-৪৬ |
| সোনা রোদের হাসি | ৪৭-৪৯ |
| আমার দেশ আমার বিজয় | ৫০-৫৩ |
| মূল্যায়ন | ৫৪-৫৯ |

# ভূমিকা

মানুষ মাত্রই কোনো না কোনো সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে সমাজে বসবাস করে। সমাজবদ্ধ মানুষগুলো যখন বিশেষ আচার-আচরণকে ধারণ করে, লালন করে জীবনযাপন করে তাতেই সৃষ্টি হয় একটি সংস্কৃতির। অর্থাৎ সংস্কৃতি ও মানুষ একে অপরের সাথে গভীরভাবে জড়িত। শিল্পের মাধ্যমে ব্যক্তির সংস্কৃতির চর্চা তাকে নান্দনিকভাবে আত্মপ্রকাশে সহযোগিতা করে। তাই একজন শিক্ষার্থীকে নান্দনিক ও মানবিক গুনাবলীসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প নাই।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্পকলার বিভিন্ন শাখা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে রস আস্বাদন করতে পারা, নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করার মাধ্যমে অন্যের সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীল হতে পারা এবং নান্দনিক ও রুচিশীলভাবে জীবনযাপনে আগ্রহী হওয়া।

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়টিকে একটি সমন্বিত বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন সৃজনশীল শাখা (চারু ও কারুকলা, নৃত্য, সংগীত, যন্ত্রসংগীত, আবৃত্তি, অভিনয় ও সাহিত্য) চিনবে, জানবে, চর্চার সুযোগ পাবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ভিত্তিতে যেকোনো শাখায় আগ্রহী হয়ে বিশেষায়ণ করতে পারবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী একজন নান্দনিক, রুচিশীল ও শিল্পবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে।

এই বিষয়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, যেহেতু সকল শিক্ষার্থী শিল্পকলায় বিশেষায়ণের দিকে যায় না তাই, শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও সক্ষমতার ভিত্তিতে তাদের শ্রোতা বা দর্শক হিসেবে শিল্প কর্ম উপভোগ করতে পারার ব্যাপারেও দক্ষ ও আগ্রহী করে তোলা হবে। এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনে শিল্পকে উপজীব্য করে উচ্চতর শিক্ষা বা আত্মনির্ভরশীল হতেও শিল্পকলার যেকোনো শাখাকে বিবেচনা করতে পারবে।

## বিষয়ের ধারণায়ন

শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে উদার, সংবেদনশীল, নান্দনিকবোধসম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকৃতি পাঠ, শিল্প ও সংস্কৃতি-নির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি এবং তার সঙ্গে সমসাময়িক বিশ্বের সৃজনশীল শিক্ষার মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে সামনে রেখেই এই শিল্প ও সংস্কৃতির সমন্বিত শিখন বিষয়টি পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিল্পকে উপজীব্য করে শিশুদের সঠিক মনোবিকাশে সহায়তা করা যাবে। এই শিখনের পদ্ধতিটি হবে নিম্নরূপ:

## প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র অবলোকন, অনুভব ও প্রতিলিপি বা প্রতিরূপ তৈরি

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে অবলোকন ও অনুভব করে (দেখে, শুনে, স্পর্শ ও অনুধাবন করে) শিল্পের উপাদান হিসেবে আকার, আকৃতি, রং, সুর, তাল, লয়, ছন্দ ইত্যাদি অনুসন্ধান ও উপলব্ধি করা এবং তার প্রতিলিপি ও প্রতিরূপ তৈরি।

## রূপান্তর

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে অবলোকন ও অনুভব করে শিল্পের উপাদানসমূহের নান্দনিক ও সৃজনশীল রূপান্তরের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ

## নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

নান্দনিক ও সৃজনশীল রূপান্তরের ধারণা ও যোগ্যতার দৈনন্দিন কাজ ও বিশেষত্ব তৈরিতে বহুমাত্রিকভাবে প্রয়োগ।

## যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

যাপিত জীবনে নান্দনিকতার মাধ্যমে মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও গুণাবলির বিকাশ (জাতীয়তা, বিশ্ব-নাগরিকত্ব, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানবিকতা, বৈচিত্র্যকে সম্মান, সৃষ্টিশীলতা ইত্যাদি)।

## ৭ম শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

**পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পকলার এক বা একাধিক শাখার (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা। শিল্পের বিভিন্ন শাখার প্রদর্শন ও পরিবেশনা বুঝে ও উপলব্ধি করে বিনোদিত হতে পারা এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হতে পারা। নিজের দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা।**

## শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমুহ

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মোট পাঁচটি যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৭ম শ্রেণির জন্য যে যোগ্যতাগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো:

৭.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

৭.২ গল্প বা ঘটনা শুনে বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যে যেকোনো একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

৭.৩ শিল্পের বিভিন্ন শাখার প্রদর্শন ও পরিবেশনা বুঝে ও উপলব্ধি করে বিনোদিত হতে পারা এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হতে পারা।

৭.৪ বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল উপভোগ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের মতামত যুক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারা

৭.৫ দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার চর্চা করতে পারা ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা।

## শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

এই বিষয়ে ৭ম শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও এর ভিন্নতাকে নিয়ে মোট ১২টি শিখন অভিজ্ঞতা তৈরি করা হয়েছে।

## নিচে প্রতিটি যোগ্যতার জন্য শিক্ষার্থীরা কী ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

৭.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

## এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য যেভাবে শিখন অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিতে হবে

পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে যেমন- হতে পারে কোনো অনুষ্ঠান, উৎসব ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করা এবং এর ভেতরে নানা অনুষঙ্গ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ করা। বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবনের মধ্য দিয়ে ভারসাম্য, প্রাধান্য, অনুপাত, ছন্দ, পুনরাবৃত্তি , ঐক্য, বৈপরিত্য, ঐকতানসহ বিভিন্ন প্যাটার্ন, তাল ও লয় সহযোগে-বিভিন্ন ধরনের সুর, স্বর,বাচিক ও আঙ্গিক (তাল, হস্ত ও পদচালন), লেখার প্রেক্ষাপট অন্বেষণ ও অনুশীলনের পরিবেশ সৃষ্টি।
অর্জিত অভিজ্ঞতার সাথে কল্পনার সংমিশ্রণে আঁকা, গড়া, কন্ঠশীলন, মুখভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, বলা, লেখা বা বাজানোর মাধ্যমে নিয়মকানুন অনুসরণ করে সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে অনুভূতি প্রকাশ করার সুযোগ সৃষ্টি।

৭.২ গল্প বা ঘটনা শুনে বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

গল্প বা ঘটনা শুনে (বিষয়বস্তু ও চরিত্র) বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করার পরিবেশ সৃষ্টি। গল্প বা ঘটনার ভালমন্দ দিক নিজের জীবনে ইতিবাচক প্রতিফলনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। গল্প বা ঘটনার সাথে নিজের কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে শিল্পকলার নিয়মনীতি অনুসরণ করে আঁকা, গড়া, কন্ঠশীলন, মুখভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, বলা, লেখা বা বাজানোর যেকোনো একটিতে সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে অনুভুতি প্রকাশের সুযোগ করে দিতে হবে।

ইতিবাচক রূপান্তরে উৎসাহী করে তোলার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন, পড়া, সমাজের বিভিন্ন স্তরের, পেশার বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণীজনের সাহচর্যে আনার সুযোগ করে দিতে হবে।

৭.৩ শিল্পের বিভিন্ন শাখার প্রদর্শন ও পরিবেশনা বুঝে ও উপলব্ধি করে বিনোদিত হতে পারা এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হতে পারা।

বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের বাইরে শিল্পের বিভিন্ন ধারার দেশীয় ও স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান/প্রদর্শনী/আয়োজন/আসরে পরিবেশনা উপভোগ করে বিনোদিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি। শিল্পের বিভিন্ন শাখায় চর্চা ও প্রকাশে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

আলোচনা, আয়োজন, পরিবেশনা, অনুশীলন, স্থানীয় ও ঐতিহ্যবাহী লোকউৎসব, মেলা দেখতে যাওয়ার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে অভিভাবককে যুক্ত করতে হবে।

**৭.৪ বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল উপভোগ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের মতামত যুক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারা**

শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী বিষয়ভিত্তিক অডিও, ভিডিও, ছবি, চিত্র, বই প্রদর্শন ও শোনানো এবং উপভোগ করা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপনের পরিবেশ সৃষ্টি। বিষয়ভিত্তিক/থীমভিত্তিক পরিকল্পনা বৈঠক (প্লানারি সেশন), প্রদর্শনী, নির্ধারিত কাজ (অ্যাসাইনমেন্ট), বিতর্ক, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সাহচর্যে আনা।

**৭.৫ দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার চর্চা করতে পারা ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা।**

পরিস্থিতি বা ঘটনার সুন্দর ও অসুন্দরের ধারণা, বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যকে উপলব্ধি করে নান্দনিক বোধ সৃষ্টির সুযোগ। সহজ,সরল সুন্দর জীবনের পাঠ গ্রহণের সুযোগ থেকে সংবেদনশীল মনন গঠনে নিজে উৎসাহিত হওয়া এবং অন্যকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্র তৈরি। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, উপস্থাপন, আলাপচারিতা, মতামত প্রদান।

## আন্তঃবিষয়ক (Interdisciplinary) অ্যাপ্রোচ সংক্রান্ত নির্দেশনা

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের প্রতিটি যোগ্যতা পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এক একটি অভিজ্ঞতার জন্য এক একভাবে এই সংযোগগুলো করা হয়েছে যা প্রতিটি অভিজ্ঞতায় বর্ণনা করা আছে। যেমন- "নকশা খুঁজি নকশা বুঝি"অভিজ্ঞতাকে ৭.৩ বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে যার সাথে শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের ৭.৪ এবং ৭.৫ বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার কার্যক্রম যুক্ত করা হয়েছে।

এছাড়াও এই বিষয়ের সাথে অন্যান্য বিষয় যেমন হতে পারে-বাংলা, বিজ্ঞান, গণিত, স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার সাথেও এর সংযোগ পাওয়া যেতে পারে। অভিজ্ঞতা দেওয়ার প্রয়োজনে অন্যান্য বিষয়ের কাজের সাথে তাই যুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

## বিষয়বস্তু

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে সপ্তম শ্রেণির জন্য মূল বিষয় হচ্ছে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে উপলক্ষ্য করে অভিজ্ঞতা সঞ্চার করা এবং শিল্পের উপাদান হিসেবে নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করা

**ডিজাইন (নকশা)**–জ্যামিতিক, প্রাকৃতিক

**কম্পোজিশন (চিত্র রচনা)**–জ্যামিতিক, প্রাকৃতিক ।

**স্বর**–আরোহন, অবরোহন

**ছন্দ**–দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক, চর্তুমাত্রিক।

**তাল**–দাদরা, কাহারবা।

**লয়**–বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত।

**চলন**–হস্ত ও পদচলন।

**রস**–মুখভঙ্গি।

**মুদ্রা**–হস্তমুদ্রা

## শিখন সময়

এই বিষয়ের জন্য শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুযায়ি বরাদ্দকৃত শিখন সময় ৫৩ ঘন্টা। অর্থাৎ বছর জুড়ে ৫৬টি সেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ১২টি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে। শ্রেণি সময়ের বাইরেও অন্যান্য সময়ও ব্যবহার করা যাবে এই বিষয়ের জন্য।

## সেশন বিন্যাস

নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে পুরো বছরের সেশন বিন্যাসটি তাহলে হলো নিম্নরূপ:

| ক্রম | অভিজ্ঞতা | সেশন সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১. | বিশ্বজোড়া পাঠশালা | ৩ |
| ২. | নকশা খুঁজি নকশা বুঝি | ৪ |
| ৩. | মায়ের মুখের মধুর ভাষা | ৬ |
| ৪. | স্বাধীনতা আমার | ৬ |
| ৫. | বৈচিত্র্যে ভরা বৈশাখ | ৫ |
| ৬. | কাজের মাঝে শিল্প খুঁজি | ৬ |
| ৭. | প্রাণ-প্রকৃতি | ৪ |
| ৮. | প্রাণের গান | ৪ |
| ৯. | চিত্রলেখা | ৩ |
| ১০. | শরৎ উৎসব | ৬ |
| ১১. | সোনা রোদের হাসি | ৩ |
| ১২. | আমার দেশ আমার বিজয় | ৬ |
| | **মোট সেশন** | ৫৬ |

# নির্দেশনা

## সাধারণ নির্দেশনা

- শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে তাদের স্বচ্ছন্দ্য প্রকাশকেই গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের মনের আনন্দে যা আকঁবে, গড়বে বা প্রদর্শন করতে পারবে তাতেই উৎসাহিত করতে হবে।
- শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার বিষয়বস্তুর নিয়মনীতি শিক্ষক নিজে জানবেন এবং শিক্ষার্থীদের সে সম্পর্কে ধারণা দিবেন।
- শিখন-শেখানোর পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিক্ষক সমষ্টিগত শিখন পদ্ধতি, সহযোগিতামূলক শিখন পদ্ধতি, অনুসন্ধানমূলক শিখন পদ্ধতিকে বিবেচনা করা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে পরিবেশ, পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষক বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ ও আনন্দময় করে তোলার জন্য অন্য যেকোনো শিখন-শেখানো পদ্ধতিকে বিবেচনা করতে পারেন।
- শিখন-শেখোনোর ক্ষেত্রে প্রকৃতির সাথে নিবিড় সর্ম্পককে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন।
- সহজ, সরল, বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন জাতিসত্তার শিক্ষার্থী অথবা শিখন চ্যালেঞ্জ সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে মৌখিক ভাষার সাথে সাথে মার্জিত ও স্বতঃস্ফূর্ত ইশারা ভাষা বা অঙ্গভঙ্গিকে বিবেচনা করবেন।
- দলগত কাজে শিক্ষার্থীদের ভাগ করার ক্ষেত্রে ছেলে শিক্ষার্থী, মেয়ে শিক্ষার্থী এবং প্রতিবন্ধী ও শিখন চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু ও সমন্বিতভাবে বিভাজনের বিষয়টা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন।
- গাছ নির্ধারনের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবেন; খেয়াল রাখবেন গাছটির ডালপালা, শিকড়,কান্ড, পাতা, ফুল, ফল কোনোটি শিক্ষার্থীদের জন্য বিপদজনক কি-না।
- যথাসম্ভব প্রাকৃতিক ও স্থানীয় উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করবেন। প্রাকৃতিক রং, গাছের বিভিন্ন রঙিন পাতা, শুকনো পাতা, ডাল, বিভিন্ন রঙের মাটি, পাথর, ফেলনা বস্তু ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। হারমোনিয়াম, তবলা, মন্দিরা, বাঁশিসহ স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারকে গুরুত্ব দেবেন।

## মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা

মাদ্রাসা শিক্ষকগণ মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের উল্লিখিত সাধারণ নির্দেশনার আলোকে এই বিষয়ের যোগ্যতা অর্জনে সচেষ্ট হবেন। যেমন—

- যেখানে গানের কথা বলা হয়েছে সেখানে শিক্ষকগণ হামদ্, নাত, ইসলামি সংগীত ইত্যাদি সুবিধা মতো ব্যবহার করতে পারেন।
- আঁকার ক্ষেত্রে রেখা, আকার-আকৃতি, গড়ন, রঙের ধারণা ব্যবহার করে পরম করুনাময় আল্লাহ সৃষ্ট প্রকৃতির সৌন্দর্য এঁকে প্রকাশ করা, আরবি ক্যালিগ্রাফি, বিভিন্ন ইসলামি নকশা আঁকতে সহায়তা দিতে পারেন।
- ইসলামি নীতিভিত্তিক সংলাপ, গল্প ইত্যাদি অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা দিতে পারেন।
- কবিতা আবৃত্তির পাশাপাশি বিশুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত চর্চা করা যেতে পারে।

**শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিস্তারিত শিক্ষক নির্দেশনা পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে শুরু করা হলো**

# বিশ্বজোড়া পাঠশালা

**শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা:** ৭.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

**ব্যাখ্যা:** প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার বিভিন্ন উপাদানকে বিশ্লেষণ করে, বা আশেপাশের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতাকে বুঝতে পারা এবং ভাবনাকে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা।

**শিখন সময়:** ৩টি সেশন

**বিষয়বস্তু:** সপ্তম শ্রেণির পাঠের সারাংশ-বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে শিল্পের উপাদান যেমন-ছবি আঁকার উপাদান, সুর, ছন্দ, তাল, লয়, চলন ইত্যাদি

## বিশ্বজোড়া পাঠশালা শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

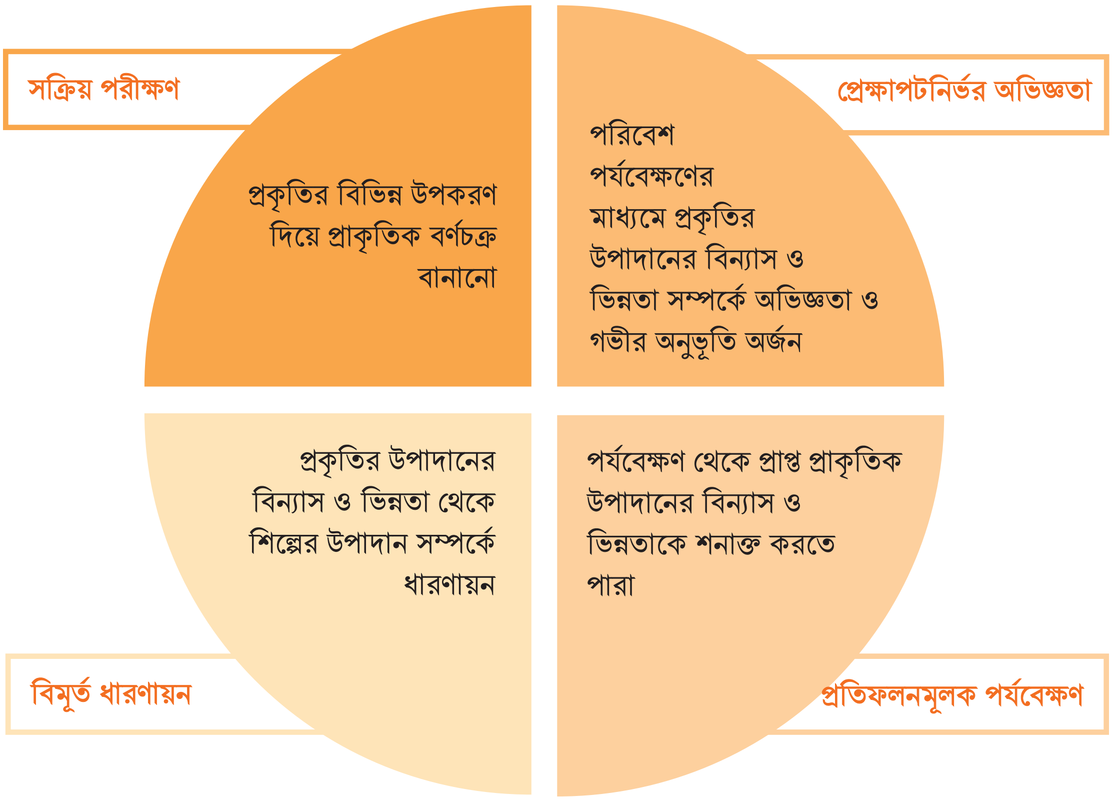


**সারসংক্ষেপ:** এই অভিজ্ঞতায় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের বিন্যাস ও ভিন্নতাকে শনাক্ত করার কথা বলা হয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে প্রকৃতির মধ্যেই শিল্পকলার মুল উপাদানসমুহ ছড়িয়ে আছে। এই অভিজ্ঞতাকে ‘বিশ্বজোড়া পাঠশালা’ বলা হয়েছে কারণ এর মাধ্যমেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আনন্দের সাথে প্রকৃতিকে অবলোকন ও অনুভব করে শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

**১ম ধাপ ও ২য় ধাপ:** প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলন

## সেশন ১

- শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিবেন। এ বিষয়টি যে একটি সমন্বিত বিষয় সে সম্পর্কে জানাবেন।
- প্রথম সেশনে শ্রেণিকক্ষে এসে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এর জন্যে আগেই প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন। এই পাঠের কবিতাটির মূলভাব বুঝে এর ভিত্তিতে এ অধ্যায়ের অভিজ্ঞতাটি সাজাবেন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে সহজ আর আন্তরিক পরিবেশে কথা বলুন।
- শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা কি তা উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশের সুযোগ করে দিন। সকলকে উৎসাহ দিন। তাদের মনে যেকোনো প্রশ্ন থাকলে তা শুনুন ও উত্তর দিন।
- বইটি দেখতে বলুন। নিজে 'সবার আমি ছাত্র' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান। কয়েকজন শিক্ষার্থীকেও আবৃত্তি করতে বলুন। তাদের কয়েকজনের কাছে মূলভাব জানতে চান। সবশেষে নিজে বুঝিয়ে বলুন।
- এরপর শিক্ষক সম্ভব হলে দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা বা বিদ্যালয়ের আশেপাশে ভ্রমণের ব্যবস্থা করবেন। সেটি হতে পারে বিদ্যালয়ের ভেতরে বা বাইরে।
- সম্ভব না হলে শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি দেখার পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে তাদের কাছে রেখা, আকার-আকৃতি বা গড়ন, রং, স্বর, তাল, রস, চলন, মুদ্রার ধারণা জানতে প্রশ্ন করুন।
- অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের আনন্দের সাথে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য অবলোকন/অনুভব করতে এবং প্রাকৃতিক উপাদানকে নতুনরূপে দেখতে সহায়তা করবেন।
- পাঠ্যবই অনুসারে প্রকৃতি থেকে শিল্পের বিভিন্ন উপাদান মিলিয়ে নিতে বলুন।
- সবশেষে বন্ধুখাতার ধারণা দিন।

## বন্ধুখাতা

- শিক্ষার্থীর কাজকে লিপিবদ্ধ করার জন্য তাদের নিজের পছন্দমতো করে একটি খাতা বানাতে সহায়তা করবেন। নাম দিতে বলবেন-'বন্ধুখাতা'। তাদের জানাতে হবে যে এই খাতার মলাটের নকশা থেকে শুরু করে প্রত্যেক পৃষ্ঠা শিক্ষার্থী নিজের পছন্দমতো করে বিন্যাস করতে পারবে।
- এই খাতার প্রতিটি পৃষ্ঠায় শিক্ষার্থী এঁকে, লিখে, পত্র-পত্রিকার অংশ, পাতা, ফুল, সুতা, কাপড়, রঙিন কাগজ, ইত্যাদি যা তার প্রয়োজন বা ভালোলাগার তা আঠা দিয়ে লাগিয়ে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবে। সারা বছর তারা যদি যেকোনো গান বা নাচের চর্চা করে সে সম্পর্কেও তারা লিখে রাখতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের কাছে 'বন্ধুখাতা' ধারাবাহিক ব্যবহারের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরবেন।

### বাড়ির কাজ

নিজেদের মনের মত সাজিয়ে, রং করে একটি ‘বন্ধুখাতা’ বানাবে। খাতাটি শিক্ষার্থী তার ইচ্ছামত আকার ও রঙের কাগজ দিয়ে বানাতে পারে।

## তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপ : বিমুর্ত ধারণায়ন ও সক্রিয় পরীক্ষণ

### সেশন ২

- শিক্ষক পাঠ্যবইতে উল্লেখিত শিল্পকলার সব উপাদান সম্পর্কে ধারণা দিবেন ও চর্চায় সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি থেকে পাঠ্যবইয়ের বর্ণনা অনুসারে বর্ণ চক্রের জন্য উপাদান সংগ্রহ করতে বলবেন।

### সেশন ৩

- প্রাপ্ত উপাদান থেকে প্রাকৃতিক বর্ণ চক্র বানানোর কাজটি পাঠ্যবইয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করে করতে বলবেন।
- সম্ভব হলে পাঠ্যবইতে দেয়া রঙের গানটি শোনানোর চেষ্টা করবেন।
- গানের কথা মতো রং তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে।
- আনন্দময় ভঙ্গির মধ্যদিয়ে সবাই মিলে গানটি চর্চায় সহায়তা করবেন।

### উপকরণ

পাঠ্যবই ও শ্রেণিকক্ষের বাইরের পরিবেশ।

### অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যবইতে এই অভিজ্ঞতায় তার অনুভূতি ও কাজ বর্ণনা করবে। এটি পরবর্তীতে মুল্যায়ন রুব্রিক্স পুরণ করতে শিক্ষককে সহায়তা করবে। তাই শিক্ষার্থীরা যে এটি করছে তা নিশ্চিত করবেন।

### মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

# নকশা খুঁজি নকশা বুঝি

**শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা :** ৭.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পকলার যেকোনো একটি ধারায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

**আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা :** ৭.৪ এবং ৭.৫

**ব্যাখ্যা :** যেকোনো ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে, বা চারপাশের বিষয় বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতাকে বুঝতে পারা এবং তার সাথে নিজের অনুভূতিকে মিলিয়ে শিল্পকলার যেকোনো একটি ধারায় অন্তত প্রকাশ করতে পারা।

**শিখন সময় :** ৪টি সেশন

**বিষয়বস্তু:** রেখাভিত্তিক ও আকৃতিভিত্তিক নকশা

## নকশা খুঁজি নকশা বুঝি শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

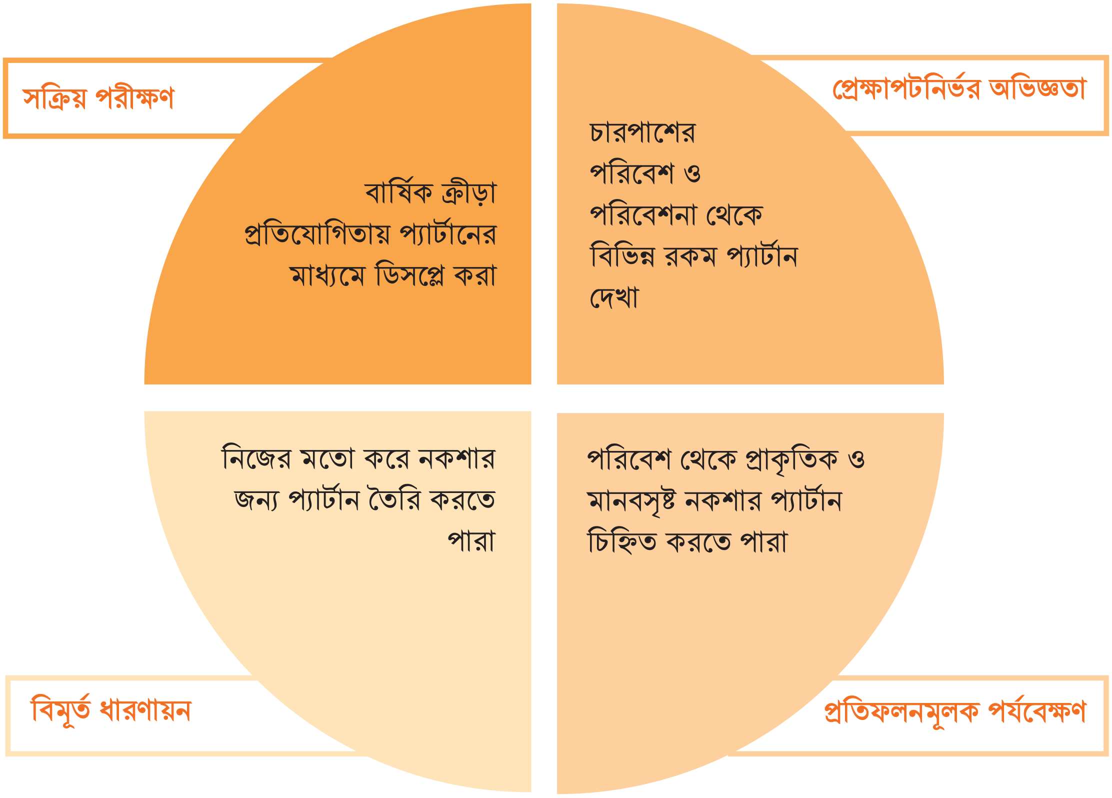


**সারসংক্ষেপ:** এই অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য হলো দৈনন্দিন জীবন থেকেই বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও জ্যামিতিক নকশা/ডিজাইন খুঁজে বের করা।

## শিখন-শেখানো কার্যক্রম

**১ম ধাপ :** প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

### সেশন-১

- শিক্ষক প্রথমেই  শিক্ষর্থীদের প্রশ্ন করে জানতে চাইবেন তারা নকশা সম্পর্কে কী জানে। কোথায় কোথায় নকশা দেখেছে। শ্রেণিকক্ষে নকশা খুঁজে বের করতে বলুন। বাড়িতে কোথাও যেকোনো কিছুতে নকশা দেখে থাকলে তা সবার সাথে বিনিময় করতে বলুন।
- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সাজানো কোনো পোস্টারে নকশা করা থাকলে তা দেখাবেন বা নিজে একটি নকশাকরা আছে এমন কোনো বস্তু শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসবেন। এর জন্য পাঠ্যবইতে এই পাঠে যেসব বস্তুর কথা বলা আছে যেমন-পিঠা, রিকশা, নকশী কাঁথা বা চাদর, যেকোনো নকশা করা বস্তু ছবি বা মডেল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। সবাইকে দেখিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- প্রথম চার অনুচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ১৩  "এই অভিজ্ঞতায় আমরা নিজেদের আশপাশে থেকে বিভিন্ন রকমের রেখার মাধ্যমে তৈরি নকশা খুঁজে বের করব এবং তা আমাদের বন্ধু খাতায় লিখে/এঁকে রাখব, যা আমরা নকশা তৈরিতে ব্যবহার করব। প্রাকৃতিক ও জ্যামিতিক আকার ও আকৃতি দিয়ে নকশা ও বিভিন্ন শিল্প তৈরির বিষয়ে আমরা পরবর্তী সময়ে আরও জানব।"- পর্যন্ত পড়তে বলবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের বলবেন তাদের চারপাশের পরিবেশ, বিদ্যালয়, বাসায় যেখানেই নকশা খুঁজে পায় সেসব বস্তুর তালিকা করতে। বন্ধুখাতায় লিখে রাখবে, এঁকে রাখবে। পত্র-পত্রিকায় নকশার ছবি পেলে তা কেটে বন্ধুখাতায় শেঁটে রাখবে। সম্ভব হলে ছবি তুলে রাখবে ।

**২য় ধাপ:** প্রতিফলন

### সেশন-২

- পরের সেশনে শিক্ষার্থীদের তাদের নিজ নিজ সংগৃহীত বস্তুর নাম বা ছবি একত্র করে উপস্থাপন করতে বলবেন। সকলের উপস্থাপন হলে দেখা যাবে কত ধরনের নকশা তারা খুঁজে পেয়েছে।
- নকশার তালিকা থেকে তার পছন্দের একটি  নকশা আঁকতে বলুন।
- কোনোটি প্রাকৃতিক নকশা আর কোনোটি জ্যামিতিক নকশা সে সম্পর্কে ধারণা দিন।
- নিজ নিজ আঁকা নকশাটি প্রাকৃতিক না জ্যামিতিক তা চিহ্নিত করতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়তা দিন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অন্তত একটি বস্তু নিয়ে তার মধ্যে করা নকশার প্যার্টানটা শনাক্ত করতে বলবেন।
- যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বর্ণনা আছে তা পড়ে নিতে বলবেন।

**ধাপ ৩:** বিমুর্ত ধারণায়ন

**ধাপ ৪:** সক্রিয় পরীক্ষণ

## সেশন-৩

- পাঠ্যবইয়ের নকশা শিরোনামের অনুচ্ছেদটি পড়তে বলবেন।
- পাঠ্যবেইতে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসারে নকশা আঁকতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়তা দিন।

## সেশন-৪

- শিক্ষার্থীরা কাগজ কেটে/মাটি দিয়ে repetitive pattern তৈরি করবে ।
- কাগজ কেটে ঝালর তৈরি করবে।
- যেকোনো উপলক্ষ্যে নিজেদের শ্রেণিকক্ষ সজ্জাও করা যেতে পারে।
- চাইলে তারা অন্য যেকোনো উপকরণ দিয়েও নকশা তৈরি করতে পারে।
- বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয় সজ্জায় কাগজ দিয়ে ঝালর তৈরি করে বা মাঠে/প্রাঙ্গনে রং দিয়ে নকশা করতে পারে।

**উপকরণ:** নকশা করা যেকোনো ছবি বা মডেল। এর জন্য পাঠ্যবইতে এই পাঠে যেসব বস্তুর কথা বলা আছে যেমন-পিঠা, রিকশা, নকশী কাঁথা বা চাদর যেকোনো নকশা করা বস্তু নেওয়া যায়।।

## অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধাপে কাজ করে নকশা করতে পারলেই ধরে নিতে হবে এই অভিজ্ঞতার শিখন অর্জন হয়েছে। অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যবইতে এই অভিজ্ঞতায় তার অনুভূতি ও কাজ বর্ণনা করবে। এটি পরবর্তীতে মুল্যায়ন রুব্রিক্স পুরণ করতে শিক্ষককে সহায়তা করবে। তাই শিক্ষার্থীরা যে কাজটি করছে তা নিশ্চিত করবেন।

## মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

**শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা:** ৭.৩ শিল্পের বিভিন্ন ধারার প্রদর্শন ও পরিবেশনা বুঝে ও উপলব্ধি করে বিনোদিত হতে পারা এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হতে পারা।

**আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা:** ৭.৪ এবং ৭.৫

**ব্যাখ্যা:** এখানে শিল্পের বিভিন্ন ধারার দেশীয়, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান/প্রদর্শনী আয়োজনকে বিবেচনা করা হয়েছে। আর এসব অনুশীলন করার মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্য ধরে রাখার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

**শিখন সময়:** ৬টি সেশন

**বিষয়বস্তু:** ১. আঞ্চলিক গান (কবি গান) ২. রেখাভিত্তিক ও আকৃতি ভিত্তিক নকশা

## মায়ের মুখের মধুর ভাষা শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

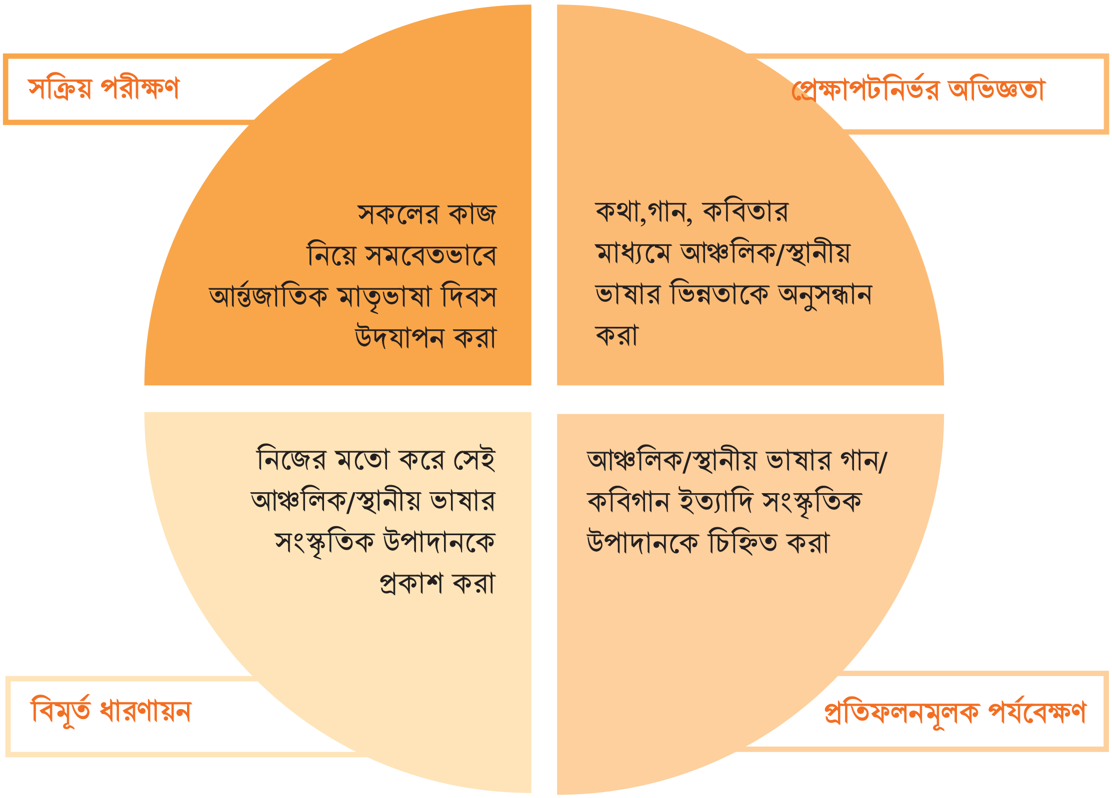


**সারসংক্ষেপ:** এই অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য হলো নিজস্ব অঞ্চলের ভাষাসহ অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাকে জানা। ভাষার মধ্যকার ভিন্নতাকে অনুসন্ধান করা (কথা,গান, কবিতা বা যেকোনো কিছুর মাধ্যমে)। সকলে মিলে সেই ভিন্নতাকে ধারণ করে মাতৃভাষা চর্চায় উৎসাহিত হওয়া।

## শিখন-শেখানো কার্যক্রম

**১ম ধাপ ও ২য় ধাপ:** প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলন

### সেশন-১

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এসে নিজের আঞ্চলিক ভাষায় সবার সাথে কুশল বিনিময় করা শুরু করবেন।
- যেকোনো বিষয় নিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলবেন। তারপর সকলের উদ্যেশে জিজ্ঞাসা করবেন তার ভাষা বুঝতে কারও অসুবিধা হচ্ছে কি-না।
- শিক্ষার্থীদেরকে তাদের আঞ্চলিক ভাষায় কুশল বিনিময় ও পরিচয় দিতে বলুন।

**বি:দ্র:** যদি এমন হয় যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সকলেই একই আঞ্চলিক ভাষা জানেন বা বুঝে তাহলে শিক্ষক অন্য কোনো আঞ্চলিক ভাষা জানেন এমন কোনো পরিচিত শিক্ষক বা ব্যক্তিকে এনে গল্প করবেন।

- তারপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলবেন এমন কেউ আছো যে অন্য যেকোনো অঞ্চলের ভাষা জানো?
- জোড়ায় কাজ দিবেন যাতে সহপাঠীরা গল্প করে বের করে যে তাদের নানা ও দাদা বাড়ী কোথায়। সেখানে কেমন ভাষায় কথা বলে।
- জোড়ায় কাজের মাধ্যমে উঠে আসা জেলা/ এলাকার নামগুলো বোর্ডে লিখবে।
- জেলার পাশে সেই এলাকার আঞ্চলিক ভাষায় একটি বাক্য লিখবে।
- কাজ শেষে পাঠ্যবইয়ের প্রথম ৪ অনুচ্ছেদ পড়তে বলবেন।

বাড়ীর কাজ— প্রত্যেকে নিজের দাদা/নানা বাড়ীর বা তার পরিচিত যেকোনো একটি আঞ্চলিক ভাষায় নিজের সম্পর্কে ৫টি বাক্য শিখে আসবে।

### সেশন-২

- বাড়ীর কাজ অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের দাদা/নানা বাড়ীর বা তার পরিচিত যেকোনো একটি আঞ্চলিক ভাষায় নিজের সম্পর্কে ৫টি বাক্য শিখে আসবে।
- শিক্ষার্থীদের নিজের সম্পর্কে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে দিবেন।

**ধাপ ৩ :** বিমূর্ত ধারণায়ন

**ধাপ ৪ :** সক্রিয় পরীক্ষণ

### সেশন ৩ ও ৪

- পাঠ্যবইতে প্রদত্ত  নিয়ম অনুযায়ী বাংলা ফন্ট লেখা শিখতে সহায়তা দিন।
- শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন রকমের ফন্ট দিয়ে পাঠ্যবই অনুসারে ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’ লেখার চর্চা করবে।
- কবিগান ও রমেশ শীল সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ পড়তে বলবেন।

**বাড়ির কাজ:** নিজ এলাকার যেকোনো সহজ, বয়সোপযোগী আঞ্চলিক গান/কবিতা/নৃত্যভঙ্গি বাছাই করে শিখে আসতে বলবেন।

## সেশন ৫ ও ৬

- নিজের আঞ্চলিক ভাষায় পছন্দমত font-এ 'মায়ের মুখের মধুর ভাষা' লেখা পোস্টার বানাবে। পোস্টারটি ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। চাইলে এ কাজটি দলগতভাবে করতে পারে।
- এরপর প্রত্যেকের নিজের এলাকার যে গান তারা শিখে এসেছে তা গাইতে বলবেন/গান সম্পর্কে কিছু বলতে বলবেন। পরিচিত গান হলে সকলে মিলে গাইবার চেষ্টা করবে। কেউ স্থানীয় কোনো লোকজ নৃত্যভঙ্গিতে নাচতে চাইলে সুযোগ দিবেন।
- চাইলে একটি দল সেই গানটির বিষয় বুঝে ছোট একটি নাটিকাও করে ফেলতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বলুন আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনে এসব উপস্থাপন করা হবে।

**উপকরণ:** আঞ্চলিক কথা, বিভিন্ন ফন্ট, গান ও কবিগানের ভিডিও বা অডিও বা স্বরলিপি, আঞ্চলিক নৃত্যভঙ্গি

## অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধাপে কাজ করতে পারলেই ধরে নিতে হবে এই অভিজ্ঞতার শিখন অর্জন হয়েছে। অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী পাঠ্যবইতে এই অভিজ্ঞতায় তার অনুভূতি ও কাজ বর্ণনা করবে। এটি পরবর্তীতে মূল্যায়ন রুব্রিক্স পুরণ করতে শিক্ষককে সহায়তা করবে।

## মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

**শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা:** ৭.২ গল্প বা ঘটনা শুনে বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যেকোনো একটি ধারায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

**আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা:** ৭.৪ এবং ৭.৫

**ব্যাখ্যা:** কোনো ঘটনার বর্ণনা বা গল্প শুনে তা বিশ্লেষণ করতে পারা, ঘটনা সংশ্লিষ্ট অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারা এবং তার সাথে কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশ/প্রর্দশন করতে পারা।

**শিখন সময়:** ৬টি সেশন

**বিষয়বস্তু:** ১. নকশা তৈরি ২. তাল ও স্বর ৩. শিল্পকর্ম উপভোগ

## স্বাধীনতা আমার শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

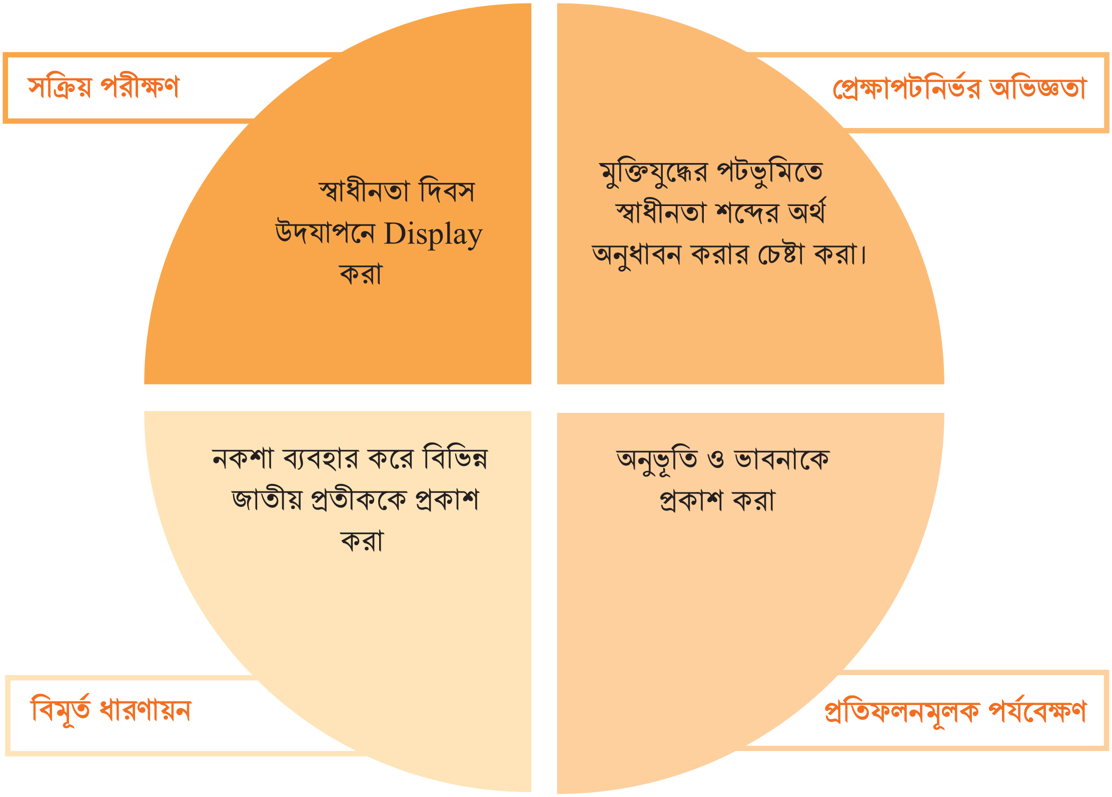


**সারসংক্ষেপ:** এই অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য হলো মুক্তিযুদ্ধের পটভুমিতে রচিত গল্প-উপন্যাস পড়ে, সিনেমা দেখে স্বাধীনতা শব্দের অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করা। সেই অনুভূতি ও ভাবনাকে লালন করে তার অনুভূতি প্রকাশ করা এবং সবশেষে স্বাধীনতা দিবসের উৎযাপনে অংশগ্রহণ করা।

## শিখন-শেখানো কার্যক্রম

**১ম ধাপ ও ২য় ধাপ:** প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলন

### সেশন ১ ও ২

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এসে একটি স্বাধীনতার গান গাইতে পারেন/কবিতা আবৃত্তি করতে পারেন অথবা যেকোনো মাধ্যমে বাজিয়ে শোনাতে পারেন। যেমন-সালাম সালাম হাজার সালাম, পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে ইত্যাদি।
- এসব কিছু সম্ভব না হলে অন্যান্য পাঠ্যবইতে মুক্তিযুদ্ধের কোনো অধ্যায় বা গল্প থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি একটি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সিনেমা দেখাতে পারেন। যেমন-আমার বন্ধু রাশেদ, অর্থাৎ যেকোনো না যেকোনো  শিল্পকর্মের মাধ্যমে তাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের অনুভূতি দিবেন। কেউ বই পড়তে চাইলে বয়সপযোগী মুক্তিযুদ্ধের বই পড়তে দিতে পারেন।
- তারা যে গান/কবিতা শুনল/সিনেমা দেখল বা বই পড়ল তা কেমন লাগল সেই অনুভূতি বন্ধুখাতায় লিখতে বলবেন। খেয়াল রাখবেন সে লেখায় যেন এইসব তথ্য থাকে— শিরোনাম, সুরকার/গীতিকার/কবি/লেখক বা পরিচালকের নাম; কবিতা/বই বা সিনেমার মুল চরিত্রগুলোর নাম, সংক্ষেপে মুল ঘটনা এবং কী ভালো লেগেছে ও কী ভালো লাগে নাই। কেমন হলে আরও ভালো লাগত ।
- এই কাজের মাধ্যমে তারা একটি শিল্পকর্ম সম্পর্কে গঠনমুলক মতামত দেওয়া শিখতে পারবে।

### সেশন-৩

- এই সেশনে পাঠ্যবইয়ের এই অধ্যায়টির প্রথম অংশ পড়তে দিবেন। অধ্যায়ে দেওয়া পোস্টারগুলো দেখতে বলবেন। জাতীয় পতাকা তৈরির ইতিহাস জানবে, জাতীয় প্রতীকের  অর্থ ও ব্যাখ্যা পাঠ্যবই থেকে পড়তে বলবেন।
- এই পাঠে যে বিখ্যাত ব্যক্তি ও তার শিল্পকর্মের বর্ণনা আছে তা পড়তে বলবেন।

**ধাপ ৩:** বিমুর্ত ধারণায়ন

**ধাপ ৪:** সক্রিয় পরীক্ষণ

### সেশন ৪, ৫ ও ৬

- পাঠ্যবইতে নির্দেশিত ‘চল নকশা হই’ কাজটি করতে সহযোগিতা করবেন।
- দলে ভাগ করে দিবেন।
- কাজটি করতে যে উপকরণ লাগবে তা যোগাড়/সরবরাহ করতে সহায়তা করবেন।
- অনুশীলনে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- স্বাধীনতা দিবসে প্রদর্শন করার মতো করে ডিসপ্লে প্রস্তুত করতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা স্বাধীনতা দিবসের উদ্‌যাপনে তা প্রদর্শন করবে।

**উপকরণ:** ডিসপ্লে করার সরাঞ্জাম। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক যেকোনো সিনেমা বা বই ।

## অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধাপে কাজ করতে পারলেই ধরে নিতে হবে এই অভিজ্ঞতার শিখন অর্জন হয়েছে। অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী পাঠ্যবইতে এই অভিজ্ঞতায় তার অনুভূতি ও কাজ বর্ণনা করবে। এটি পরবর্তীতে মুল্যায়ন রুব্রিক্স পুরণ করতে শিক্ষককে সহায়তা করবে।

## মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

# বৈচিত্র্যভরা বৈশাখ

**শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা:** ৭.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পকলার যেকোনো একটি ধারায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

৭.৩ শিল্পের বিভিন্ন ধারার প্রদর্শন ও পরিবেশনা বুঝে ও উপলব্ধি করে বিনোদিত হতে পারা এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হতে পারা।

**আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা:** ৭.৪ এবং ৭.৫

**ব্যাখ্যা:** দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হয়ে,যেকোনো ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে, বা চারপাশের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতাকে বুঝে তার সাথে নিজের অনুভূতিকে মিলিয়ে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশ করতে পারা।

**শিখন সময়:** ৫টি সেশন

**বিষয়বস্তু:** ১. প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে তৈরি নকশা/আলপনা  ২. পুতুল নাচ ৩.স্বর ও সুর

## বৈচিত্র্যে ভরা বৈশাখ শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

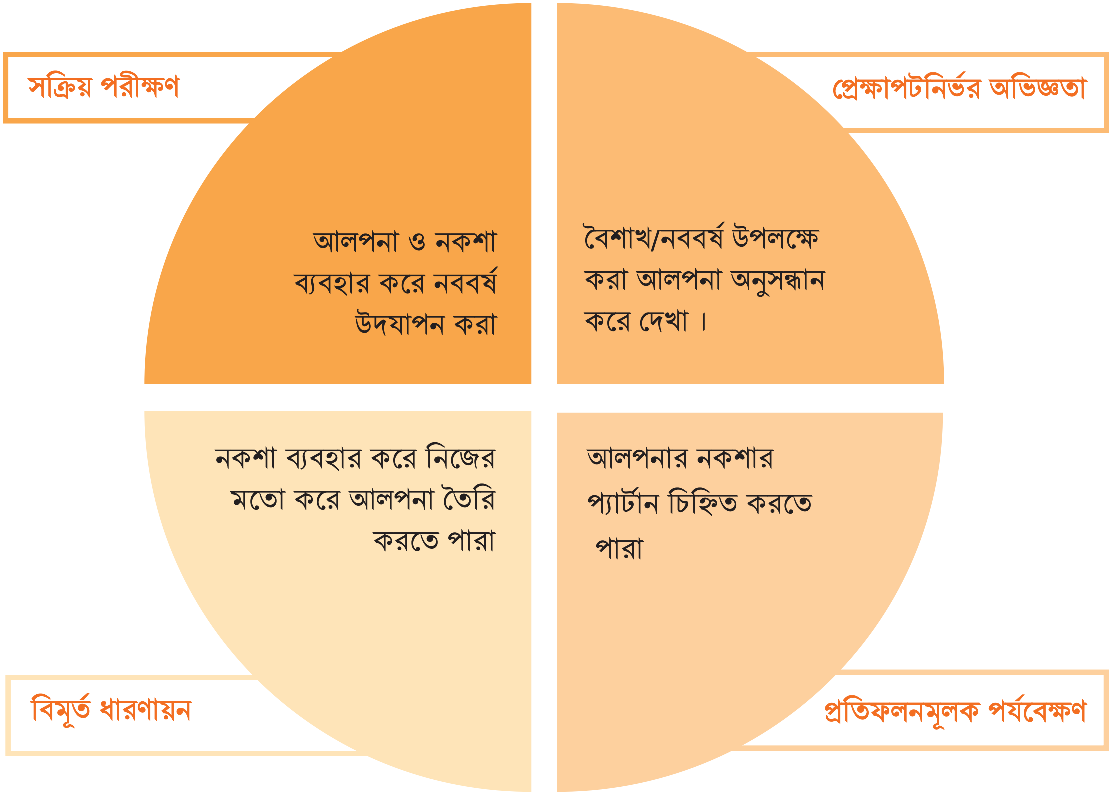


**সারসংক্ষেপ:** এই অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য হলো দেশীয় সংস্কৃতির অংশ হিসেবে নববর্ষ উৎযাপনের সময় যেসব আলপনা তৈরি করা হয় তা দেখে নকশার প্যার্টান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া। পুতুল নাচের মাধ্যমে মুদ্রা, স্বর ও সুরের ব্যবহার জেনে দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা করতে পারা।

## শিখন-শেখানো কার্যক্রম

**১ম ধাপ ও ২য় ধাপ:** প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলন

### সেশন ১ ও ২

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে আলপনার ছবি দেখাবেন বা বোর্ডে এঁকে দেখাবেন।
- পাঠ্যবইতে এই পাঠে যেসব বস্তুর কথা বলা আছে তার মডেল দেখাতে পারেন। সবাইকে দেখিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- পৃষ্ঠা ৩৬ এর প্রথম দুই অনুচ্ছেদ ... "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস থেকে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সর্বত্রই  লক্ষ করা যায় আলপনার বহুল ব্যবহার।" পর্যন্ত পড়তে বলবেন।
- নিজের মতো করে বন্ধুখাতায় আলপনা আঁকতে বলবেন।

### বাড়ীর কাজ

দলীয় কাজের মাধ্যমে নববর্ষে তৈরি করা হয় এমন জিনিস খুঁজে বের করা যাতে নকশা বা আলপনা আছে।

### সেশন-৩

- যে আলপনা ও নকশা পেল তার প্যার্টান চিহ্নিত করতে সহায়তা করুন।
- এই সেশনে পাঠ্যবইয়ের এই অধ্যায়টির আলপনা সম্পর্কিত লেখাটি পড়তে দিবেন। কাজটি জোড়ায়/দলে করতে দিতে পারেন।
- নিজেদের দেখা আলপনাগুলো খসড়া আকারে এঁকে এবং তার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য বন্ধুখাতায় লিখে রাখতে বলবেন ।
- এবার খসড়াগুলো মিলিয়ে নিজের মতো করে একটি আলপনা বা নকশা আঁকতে বলবেন। তাছাড়া বিভিন্ন রঙের কাগজ কেটে ঝালর বানিয়েও নানা রকমের নকশা তৈরি করতে পারে।
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টকর্ম সম্পর্কে পড়ে নিতে বলবেন।

আলপনা বা নকশা আঁকার জন্য আমরা হাতের কাছে পাওয়া উপকরনকে প্রাধান্য দিব।

**ধাপ ৩:** বিমুর্ত ধারণায়ন
**ধাপ ৪:** সক্রিয় পরীক্ষণ

### সেশন ৪ ও ৫

পাঠ্যবইতে উল্লেখিত লোকশিল্প 'পুতুল নাচ' সম্পর্কে জানবে।

- পুতুল নাচের পরিকল্পনা করে সে অনুসারে চর্চা করবে।
- বইতে দেওয়া গানটি চর্চায় প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে হবে।
- বৈশাখী উৎসবের সাথে সংশ্লিষ্ট গান/নাচ/নাটক/কবিতা চর্চা করবে।
- বৈশাখী উৎসব উদ্‌যাপন করতে হবে।

**উপকরণ:** আলপনা আঁকার রঙ ও সরঞ্জাম, পুতুল তৈরির উপকরণ, বৈশাখের গান, নাচ, কবিতা

## অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধাপে কাজ করতে পারলেই ধরে নিতে হবে এই অভিজ্ঞতার শিখন অর্জন হয়েছে। অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী পাঠ্যবইতে এই অভিজ্ঞতায় তার অনুভূতি ও কাজ বর্ণনা করবে। এটি পরবর্তীতে মুল্যায়ন রুব্রিক্স পুরণ করতে শিক্ষককে সহায়তা করবে।

## মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

# কাজের মাঝে শিল্প খুঁজি

**শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা:** ৭.৩  শিল্পের বিভিন্ন  শাখার প্রদর্শন ও পরিবেশনা বুঝে ও উপলব্ধি করে বিনোদিত হতে পারা এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হতে পারা।

৭.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পকলার যেকোনো একটি ধারায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

**আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা:** ৭.৪ এবং ৭.৫

**ব্যাখ্যা:** দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হতে পারা, যেকোনো ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে, বা চারপাশের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতাকে বুঝে তার সাথে নিজের অনুভূতিকে মিলিয়ে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশ করতে পারা।

**শিখন সময়:**  ৬টি সেশন

**বিষয়বস্তু:**  ১.মৃৎশিল্পের মাধ্যমে রিলিফ নকশা তৈরি ২.শ্রম ভঙ্গি ৩.দাদরা তাল ৪. আবৃত্তি

## কাজের মাঝে শিল্প খুঁজি শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

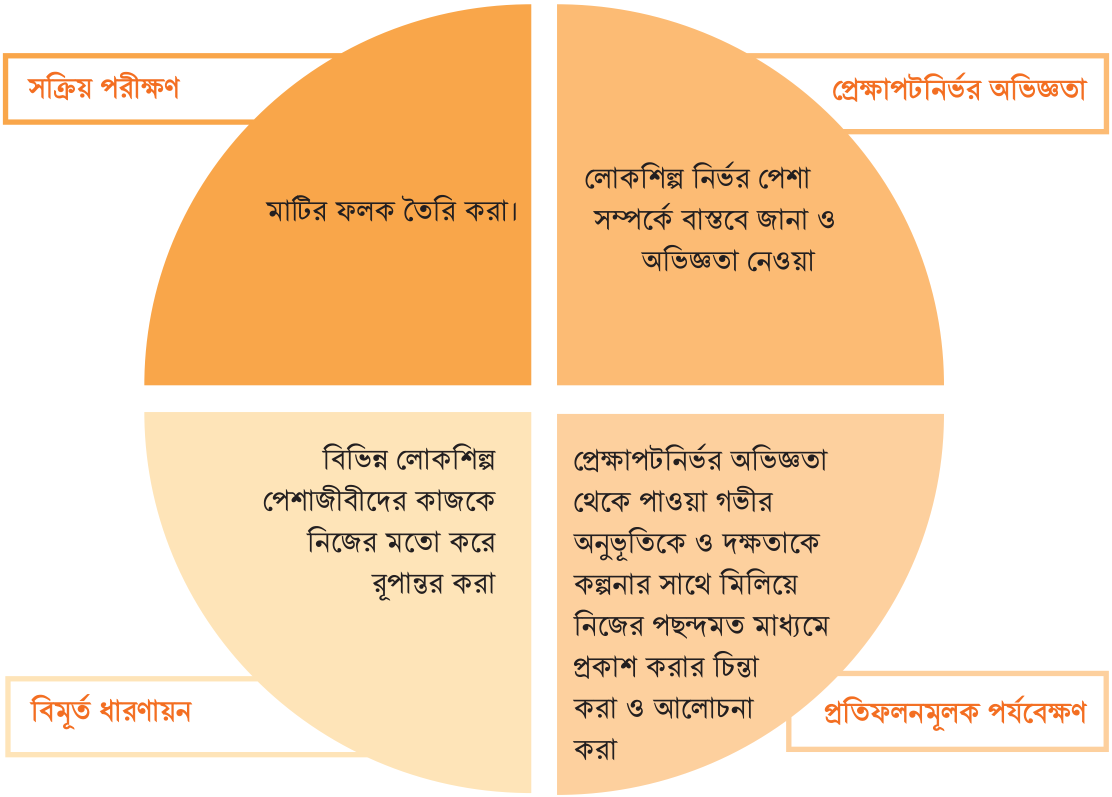


**সারসংক্ষেপ:**এই অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন শিল্পনির্ভর পেশাকে জানার মাধ্যমে শিল্পভিত্তিক জীবিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। বিভিন্ন শৈল্পিক কাজ সম্পর্কে জেনে তার চর্চায় আগ্রহী হওয়া। লোকশিল্প নির্ভর পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। মুদ্রা ও তাল সম্পর্কে জানা ও তার চর্চা করা।

## শিখন-শেখানো কার্যক্রম

**১ম ধাপ ও ২য় ধাপ:** প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলন

### সেশন ১ ও ২

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মাটির তৈরি, তাতেঁর ও বাশের তৈরি জিনিস উপকরণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন বা ছবি দেখাতে পারেন।
- জিজ্ঞাসা করে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে তাদের ধারণা সপ্কর্কে জানতে  পারেন।
- পাঠ্যবইতে এই তিনটি শিল্প সম্পর্কে লেখা পড়তে বলবেন।
- সকলকে দলে ভাগ করে তাদের এলাকায় প্রচলিত যেকোনো শিল্পভিত্তিক  পেশা খুঁজে বের করতে বলবেন এবং তাদের কাজকে আরও জানার জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারেন।
- সে শিল্প বাস্তবে দেখার জন্য শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করতে পারেন। সেই সফরে শিক্ষক হিসেবে তাদের যাবতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন।
- যদি একান্তই তাদের নেওয়া সম্ভব না হয় তবে সেই পেশাজীবীদের কাউকে বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে তার কাজটি জানার ও শেখানোর ব্যবস্থা করবেন।
- তারা যে পেশা সম্পর্কে জানবে সে কাজের পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে জানতে ও বন্ধুখাতায় লিপিবদ্ধ করতে নির্দেশনা দিবেন।
- বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টকর্ম সম্পর্কে পড়ে নিতে বলবেন।

**ধাপ ৩:** বিমূর্ত ধারণায়ন

### সেশন ৩, ৪ ও ৫

- পাঠ্যবইতে নির্দেশিত বিষয়বস্তু মাটি দিয়ে রিলিফ নকশা বা মাটির ফলক তৈরি।
- শ্রমভঙ্গি অনুশীলন করবে
- দাদরা তাল অনুশীলন করবে
- আবৃত্তি অনুশীলন করবে।

**ধাপ ৪:** সক্রিয় পরীক্ষণ

### সেশন ৬

এই সেশনে মাটির ফলক প্রদর্শন  করবে ও বইতে দেওয়া কবিতা আবৃত্তি উপস্থাপন করবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবইতে নির্দেশিত মাটির জিনিস তৈরির সরঞ্জাম। লোকশিল্পের ছবি, তাঁতের তৈরি কাপড়, বাঁশ-বেত, মাটির জিনিস ইত্যাদি।

### অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধাপে কাজ করতে পারলেই ধরে নিতে হবে এই অভিজ্ঞতার শিখন অর্জন হয়েছে অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী পাঠ্যবইতে এই অভিজ্ঞতায় তার অনুভূতি ও কাজ বর্ণনা করবে। এটি পরবর্তীতে মুল্যায়ন রুব্রিক্স পুরণ করতে শিক্ষককে সহায়তা করবে।

### মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

# প্রাণ প্রকৃতি

**শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা:** ৭.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।
৭.২ গল্প বা ঘটনা শুনে বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

**আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা:** ৭.৪ এবং ৭.৫

**ব্যাখ্যা:** প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার বিভিন্ন উপাদানকে বিশ্লেষণ করে বা আশেপাশের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতাকে বুঝে পারা। কোনো ঘটনার বর্ণনা বা গল্প শুনে তা বিশ্লেষণ করতে পারা। ঘটনা সংশ্লিষ্ট অনুভূতির সাথে কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে শিল্পকলার কোনো একটি শাখায় সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রর্দশন করতে পারা।

**শিখন সময়:** ৪টি সেশন

**বিষয়বস্তু:** ১. অভিনয় ২. সম্পদের পুনঃব্যবহার

## প্রাণ-প্রকৃতি শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

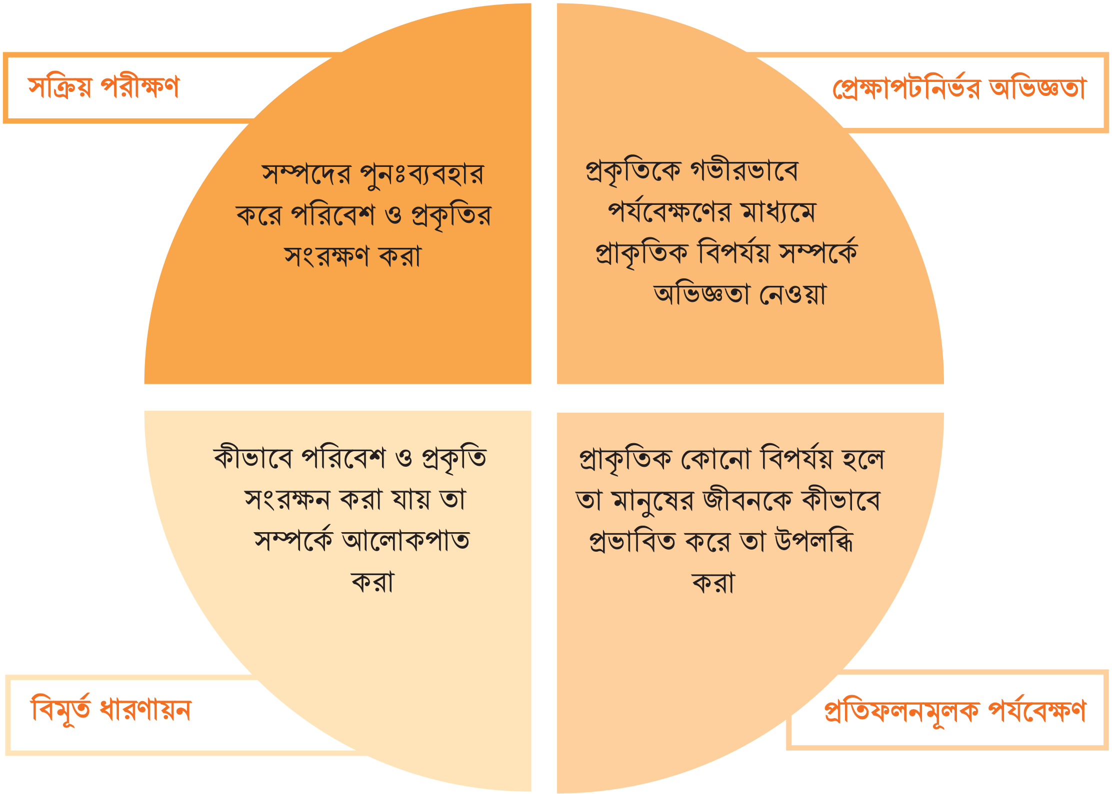


**সারসংক্ষেপ:** এই অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য হলো প্রকৃতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেওয়া। যেকোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে প্রকৃতিতে কী পরিবর্তন আসে এবং মানুষের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা উপলব্ধি করা। শিল্পের মাধ্যমেও যে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখা যায় তা বুঝতে পারা।

## শিখন-শেখানো কার্যক্রম

**১ম ধাপ ও ২য় ধাপ:** প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলন

### সেশন ১ ও ২

- শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবইতে দেওয়া কথপোকথনটি পড়তে বলুন।
- প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে জানাবেন।
- তাদের বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করার মতো কিছু সিনেমা/ছোট ভিডিও ক্লিপ দেখাতে পারেন, যেমন- animated bangla film 'Tomorrow' বা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে কোনো সায়েন্স ফিকশন বই পড়তে বলতে পারেন বা আপনার সংগ্রহে থাকলে এনে পড়ে শুনাতে পারেন।
- এরপর পাঠ্যবইতে দেওয়া কথোপকথনকে নাটক বানিয়ে তাদের দিয়ে অভিনয় করাবেন।
- তারা যা দেখবে এবং অভিনয় করবে সে সম্পর্কে মতামত নিবেন।
- বন্ধুখাতায় লিখতে বলবেন
- তাদের সাথে পরিবেশ রক্ষার জন্য সম্পদের পুনর্ব্যবহার বা recycling সম্পর্কে আলোচনা করুন।

**বাড়ির কাজ:** পরের ক্লাসে সম্পদের পুর্নব্যবহার সম্পর্কে আরো জেনে আসতে বলুন।

**ধাপ ৩:** বিমুর্ত ধারণায়ন

**ধাপ ৪:** সক্রিয় পরীক্ষণ

### সেশন ৩ ও ৪

- প্রথমে শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে কী করে সম্পদের পুনর্ব্যবহার করা যায় তা গতদিনের বাড়ির কাজের ভিত্তিতে আলোচনা করতে দিন।
- শিল্প সামগ্রি তৈরিতেও কীভাবে সম্পদের পুনর্ব্যবহার বা recycling ধারণা ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে দলে আলোচনা করতে বলবেন।
- সকলে আলোচনা করে যা পাবে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- এরপর পাঠ্যবইতে পুরোনো কাগজকে ব্যবহার করে বীজের কার্ড বানানোর কথা বলা আছে, তাদের সেটি পড়তে দিন।
- কাগজ দিয়ে মন্ড করে বীজযুক্ত কার্ড বানানোর প্রক্রিয়াটি আগে বুঝতে বলবেন।
- পুরোনো কাগজ দিয়ে মন্ড বানিয়ে নতুন কাগজ তৈরি করা ও সেই কাগজে বীজযুক্ত করার প্রক্রিয়াটি দেখিয়ে দিন।
- কাজটি শ্রেণিতে সকল শিক্ষার্থীকে নিয়ে করুন।
- তৈরি করা বীজযুক্ত নতুন কাগজটি দিয়ে কার্ড বানাতে বলুন।

- এই কার্ড বন্ধুকে উপহার দেয়ার আয়োজন করুন।
- বন্ধুর কাছ থেকে প্রাপ্ত বীজযুক্ত কার্ডটি মাটিতে লাগিয়ে, পরিচর্যা করতে বলবেন।
- বীজ থেকে গাছ হওয়ার প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। গাছটির বেড়ে ওঠার গল্প বন্ধুখাতায় এঁকে বা লিখে রাখতে বলবেন।
- সবশেষে অপচয় রোধে এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য নিজ উদ্যোগে যা যা কিছু পুনরায় ব্যবহার করা যায় তার তালিকা করতে বলবেন এবং নিজ পরিবারে তা ব্যবহার করতে বলবেন।
- শিল্পী এস এম সুলতান এর শিল্পকর্ম  সম্পর্কে পড়ে নিতে বলবেন।

**উপকরণ:** পাঠ্যবইতে নির্দেশিত কার্ড তৈরির সরাঞ্জাম।

## অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধাপে কাজ করতে পারলেই ধরে নিতে হবে এই অভিজ্ঞতার শিখন অর্জন হয়েছে। অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী পাঠ্যবইতে এই অভিজ্ঞতায় তার অনুভূতি ও কাজ বর্ণনা করবে। এটি পরবর্তীতে মুল্যায়ন রুব্রিক্স পুরণ করতে শিক্ষককে সহায়তা করবে।

## মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। ।

**শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা:** ৭.৩ শিল্পের বিভিন্ন ধারার প্রদর্শন ও পরিবেশনা বুঝে ও উপলব্ধি করে বিনোদিত হতে পারা এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হতে পারা।

**আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা:** ৭.৪ এবং ৭.৫

**ব্যাখ্যা:** শিল্পের বিভিন্ন শাখার স্থানীয়, দেশীয় ও ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান/প্রদর্শনী/আয়োজন দেখে বুঝতে পারা। দেশীয় সাংস্কৃতির অনুশীলনের যুক্ত হতে পারা

**শিখন সময়:** ৪টি সেশন

**বিষয়বস্তু:** ১. ভাটিয়ালি ও সারি গান ২.কাহারবা তাল ৩. সারিভঙ্গি

## প্রাণের গান শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

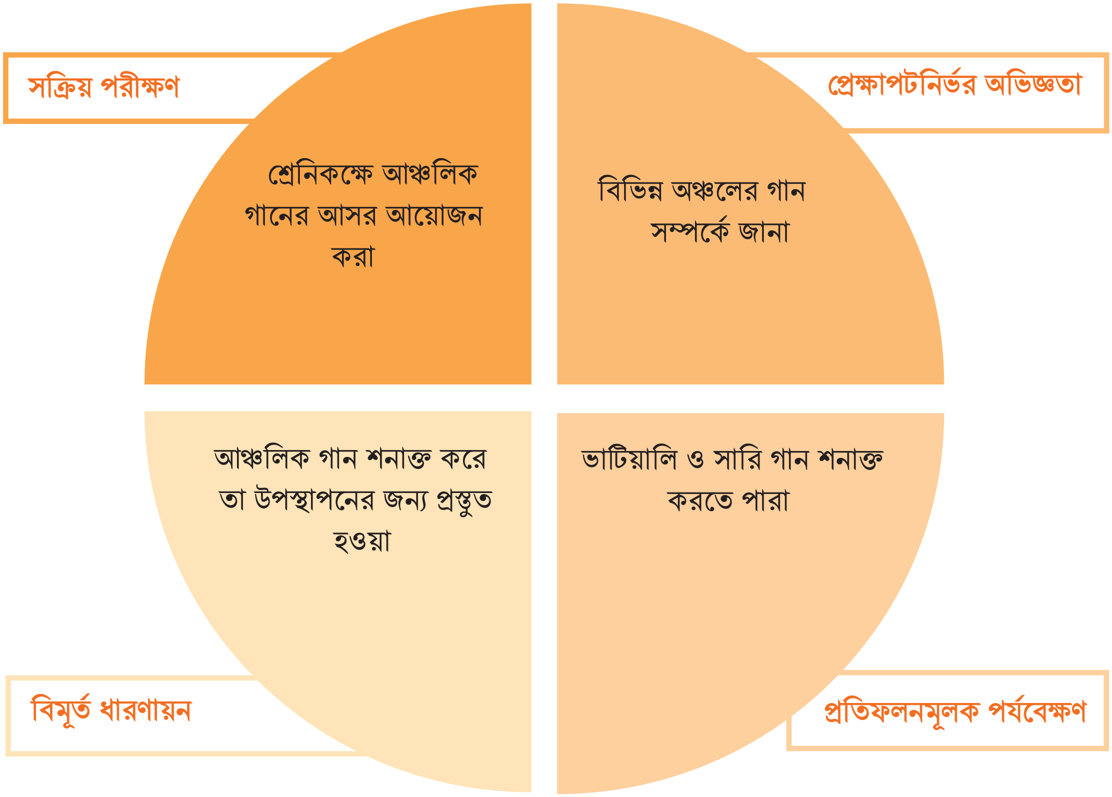


**সারসংক্ষেপ:** বাংলাদেশের লোকসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের শিল্পবোধ ও তাদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে। দেশীয় সাংস্কৃতির অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মপরিচয়কে জানা ও তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করা এ পাঠের লক্ষ্য।

## শিখন-শেখানো কার্যক্রম

**১ম ধাপ ও ২য় ধাপ:** প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলন

### সেশন ১

- শ্রেনি কার্য শুরু করার পূর্বেই শিক্ষক  নিজে ভাটিয়ালি ও সারি গান শুনে এবং এই দুই ধরণের গান সম্পর্কে জেনে প্রস্তুতি নিবেন।
- পাঠ্যবইতে যে দুটো গান দেওয়া আছে তা শিক্ষক যেকোনো না যেকোনো মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শোনাবেন/নিজে বা শিক্ষার্থীদের কাউকে গেয়ে শোনাতে বলবেন।
- গান দুইটি শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনা করবেন। কেউ আগে এই গান শুনেছে কি-না, বা এই ধরণের অন্য যেকোনো গান শুনেছে কি-না তা জানতে চাইবেন।
- আলোচনা শেষ হওয়ার পর তাদেরকে পাঠ্যবইয়ের এই অধ্যায়ে ভাটিয়ালি ও সারি গান সম্পর্কে যা লেখা আছে তা পড়তে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের গানের বিষয়বস্তু, বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিন।

**বাড়ির কাজ:** শিক্ষার্থীদের বাড়িতে ভাটিয়ালি ও সারি গান শুনে ও পাঠ্যবই পড়ে তার বৈশিষ্ট্য লিখে আনতে বলবেন।

**ধাপ ৩:** বিমূর্ত ধারণায়ন

### সেশন ২

- কাহারবা তাল সম্পর্কে জেনে-বুঝে নিজে আগে প্রস্তুতি নিবেন।
- এই সেশনে প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাহারবা তাল সম্পর্কে ধারণা দিন। বই অনুসারে তালটি বুঝিয়ে বলুন।
- বিদ্যালযের যেকোনো শিক্ষক বা তাল সম্পর্কে ধারণা রাখেন, এমন কারো সহায়তা নিতে পারেন।
- পাঠ্যবই অনুসারে হাতে তালি দিয়ে ও তালি ছেড়ে (খালি) ১ ২ ৩ ৪ I ৫ ৬ ৭ ৮ বলে সমবেতভাবে অনুশীলন করতে সহায়তা করুন। এই কাজটি শ্রেণির ভিতরে অথবা বাইরে যেকোনো খোলা স্থানে/মাঠে হতে পারে।
- পাঠ্যবইতে দেয়া  ‘নাও ছাড়িয়া দে’ গানটি শোনান।

**বাড়ির কাজ:** শিক্ষার্থীদের বাড়িতে গানটি শুনতে বলুন।

### সেশন  ৩

- পাঠ্যবই অনুসারে সারিভঙ্গি সম্পর্কে জেনে আসবেন।
- শ্রেণিতে নৌকা বাওয়া, জাল টানা, ভারি কিছু টানা ইত্যাদি সারিভঙ্গি শিক্ষার্থীদের করে দেখাতে বলুন।
- প্রদর্শিত ভঙ্গি থেকে কয়েকটি ভঙ্গি নির্বাচন করে সমবেতভাবে শ্রেণিকক্ষে চর্চা করতে বলুন।
- অনুশীলনে প্রযোজনীয় সহায়তা দিন।
- শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমেদ সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে তা পড়ে জেনে নিতে বলবেন।

**বাড়ির কাজ:** পরিবারের সদস্য বা অন্য যেকোনো মাধ্যম থেকে নিজ এলাকার যেকোনো গান থাকলে সে সম্পর্কে জেনে বন্ধুখাতায় লিখতে বলুন।

## ধাপ ৪: সক্রিয় পরীক্ষণ

### সেশন ৪

- নাও ছাড়িয়া দে—গানটি অঙ্গাভঙ্গিসহ সমবেত ভাবে পরিবেশন করবে।
- সম্ভব হলে বন্ধুখাতায় লেখা গান গাইতে বলুন।
- নিজ এলাকার আঞ্চলিক গানের সাথে কেউ চাইলে মুদ্রা ও চলনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে
- নাও ছাড়িয়া দে গানটা কাহারবা তালে সমবেত ভাবে গেয়ে এবং সারিভঙ্গির মাধ্যমে নাচ পরিবেশন করতে পারে।

**উপকরণ:** ভাটিয়ালি ও সারি গান, গানের অডিও বা ভিডিও ক্লিপ।

### অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধাপে কাজ করতে পারলেই ধরে নিতে হবে এই অভিজ্ঞতার শিখন অর্জন হয়েছে। অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী পাঠ্যবইতে এই অভিজ্ঞতায় তার অনুভূতি ও কাজ বর্ণনা করবে। এটি পরবর্তীতে মুল্যায়ন রুব্রিক্স পুরণ করতে শিক্ষককে সহায়তা করবে।

### মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

# চিত্রলেখা

**শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা:** ৭.২ গল্প বা ঘটনা শুনে বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যেকোনো একটি ধারায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

**আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা:** ৭.৪ এবং ৭.৫

**ব্যাখ্যা:** কোনো ঘটনার বর্ণনা বা গল্প শুনে তা বিশ্লেষণ করতে পারা, ঘটনা সংশ্লিষ্ট অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারা এবং তার সাথে কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে শিল্পকলার কোনো একটি ধারায় প্রকাশ/প্রর্দশন করতে পারা।

**শিখন সময়:** ৩টি সেশন

**বিষয়বস্তু:** ছবি আকাঁর মাধ্যমে অলংকরণের প্রাথমিক ধারণা লাভ

## চিত্রলেখা শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

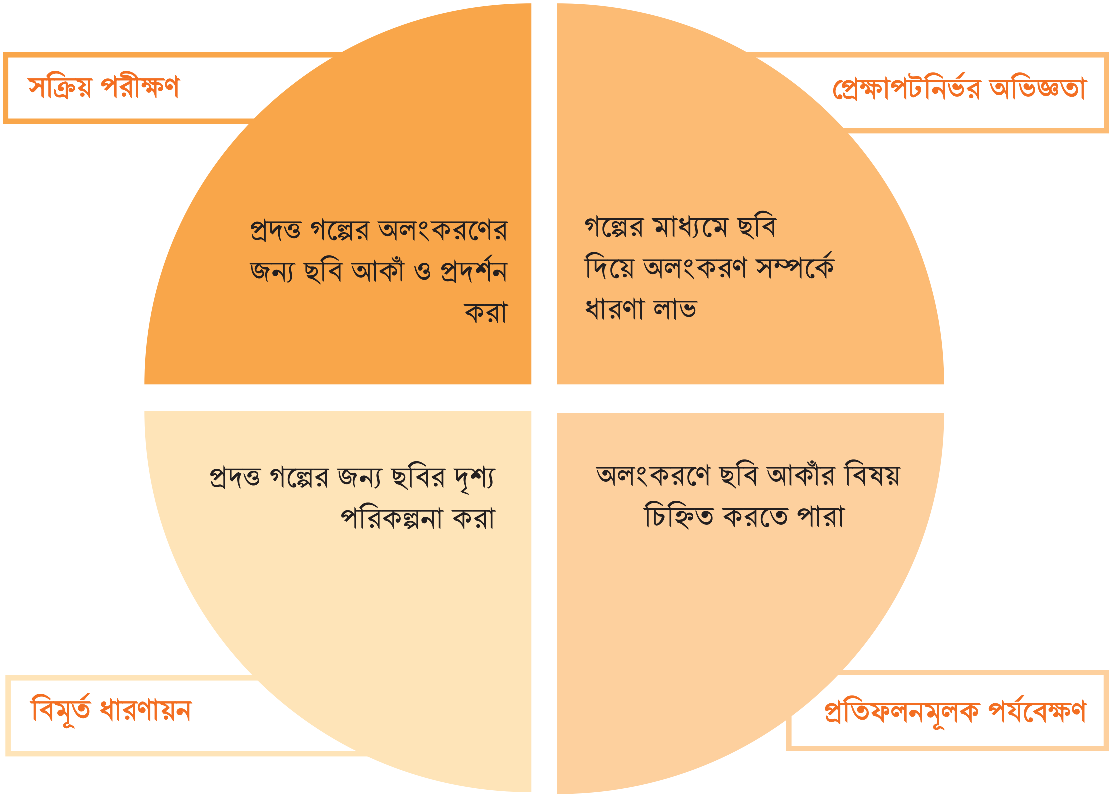


**সারসংক্ষেপ:** এই অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য হচ্ছে গল্প বা কাহিনী জেনে ও বুঝে তার সাথে মিল করে আকাঁ ও উপস্থাপনার মাধ্যমে অলংকরণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে। এই কাজটি দৃশ্যকলার একটি ব্যবহারিক দিককে তুলে ধরতে সহযোগিতা করবে।

## শিখন-শেখানো কার্যক্রম

**১ম ধাপ ও ২য় ধাপ:** প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলন

### সেশন-১

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য অলংকরন আছে এমন কিছু বই আনবে। সেটি বিদ্যালয় লাইব্রেরির বইও হতে পারে আবার শিক্ষকের নিজস্ব সংগ্রহের বইও হতে পারে।
- চেষ্টা করবেন শিশু-কিশোরদের জন্য যেসব বই মুদ্রণ করা হয়েছে তেমন বই আনতে।
- তারা দলে বসে বিভিন্ন বইয়ের প্রচ্ছদ ও ছবি দেখবে। একটা বই কীভাবে উপস্থাপিত হয়, কি কি সেকশন থাকে, ছবি কেমন থাকে তা চিহ্নিত করবে। প্রয়োজন হলে চিহ্নিত করতে সহায়তা করবেন।
- ১৫-২০ মিনিট সময় দিবেন এই কাজ করার জন্য।
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সংক্ষেপে তাদের প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে শুনবেন।
- এইবার একটা গল্প কীভাবে ছবি দিয়ে অলংকৃত করতে হয়/ছবির মাধ্যমে বলা যায় তা শিখবে তারা।
- এরপর পাঠ্যবই এর গল্পটি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন।

**বাড়ির কাজ:** গল্প পড়ে নিজের অনুভূতি বন্ধু খাতায় লিখে আনতে বলবে।

### সেশন- ২

- ছবি দিয়ে গল্প লেখার এই কাজটির নাম-চিত্রলেখা। চিত্রলেখার এই কাজটি করতে তাদের নির্দেশনা দিবেন। চিত্রলেখা কাজটি তারা দলে করবে এবং সেখানে যা ছবি ও অলংকরণ লাগবে তা তাদের আঁকতে হবে।
- প্রথমে পরিকল্পনা করতে বলবেন যে- গল্পটির মূল চরিত্রগুলো চেহারা/গড়ন কেমন হতে পারে তা কল্পনা করে নিজের মত আঁকতে।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চরিত্রগুলোর চেহারা/গড়ন আঁকা হলে তার মধ্য থেকে বাছাই করতে হবে চূড়ান্ত চেহারা/ গড়ন কোনোটি হবে।
- গল্পটি কয়েকটি দৃশ্য ভাগ করে নিতে হবে। দৃশ্য ভাগ করার ক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- এরপর দলের বন্ধুরা মিলে ঠিক করে নিবে যে কে কোন দৃশ্য আঁকবে।
- ছবি এঁকে গল্পটির যেকোনো একটি দৃশ্য রচনা করবে । মনে রাখতে হবে সবাই মিলে কিন্তু পুরো গল্পটি ছবি দিয়ে লিখতে হবে।
- শহিদ মুনীর চৌধুরীর সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে পড়ে নিতে বলবেন।

## সেশন-৩

- প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ছবির দৃশ্য ক্লাস রুমে সাজিয়ে প্রদর্শন করবে। এই কাজের নাম চিত্রলেখা। কারণ ছবির মাধ্যমে পুরো গল্পটি লিখতে হবে। ছবিই হবে লেখার ভাষা।
- প্রদর্শনীর পর শিক্ষর্থীরা নিজেদের চিত্রলেখার কাজটি একত্রিত করে বইয়ের রূপ দিবে। প্রত্যেকটি দল ১টি করে বই বানাবে। বইটি সংরক্ষণ করে রাখতে হবে যেন তা বছর শেষে বার্ষিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করা যায়।

**উপকরণ:** বিভিন্ন ছবি সংবলিত শিশু কিশোরদের গল্পের বই। ছবি আঁকার সহজলভ্য উপকরণ।

## অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধাপে কাজ করতে পারলেই ধরে নিতে হবে এই অভিজ্ঞতার শিখন অর্জন হয়েছে। অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী পাঠ্যবইতে এই অভিজ্ঞতায় তার অনুভূতি ও কাজ বর্ণনা করবে। এটি পরবর্তীতে মুল্যায়ন রুব্রিক্স পুরণ করতে শিক্ষককে সহায়তা করবে।

## মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

**শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা:** ৭.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।
৭.৩ শিল্পের বিভিন্ন ধারার প্রদর্শন ও পরিবেশনা বুঝে ও উপলব্ধি করে বিনোদিত হতে পারা এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হতে পারা।

**আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা:** ৭.৪ এবং ৭.৫

**ব্যাখ্যা:** ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে, চারপাশের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতাকে বুঝতে পারা এবং তার সাথে নিজের অনুভূতিকে মিলিয়ে প্রকাশ করতে পারা। দেশীয়, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান/প্রদর্শনী/আয়োজন দেখে উপভোগ করা এবং তার চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হতে পারা।

**শিখন সময়:** ৬টি সেশন

**বিষয়বস্তু:** ১. অভিনয় ২. দাদরা তাল ৩. সৃজনশীল ভঙ্গি

## শরৎ উৎসব শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

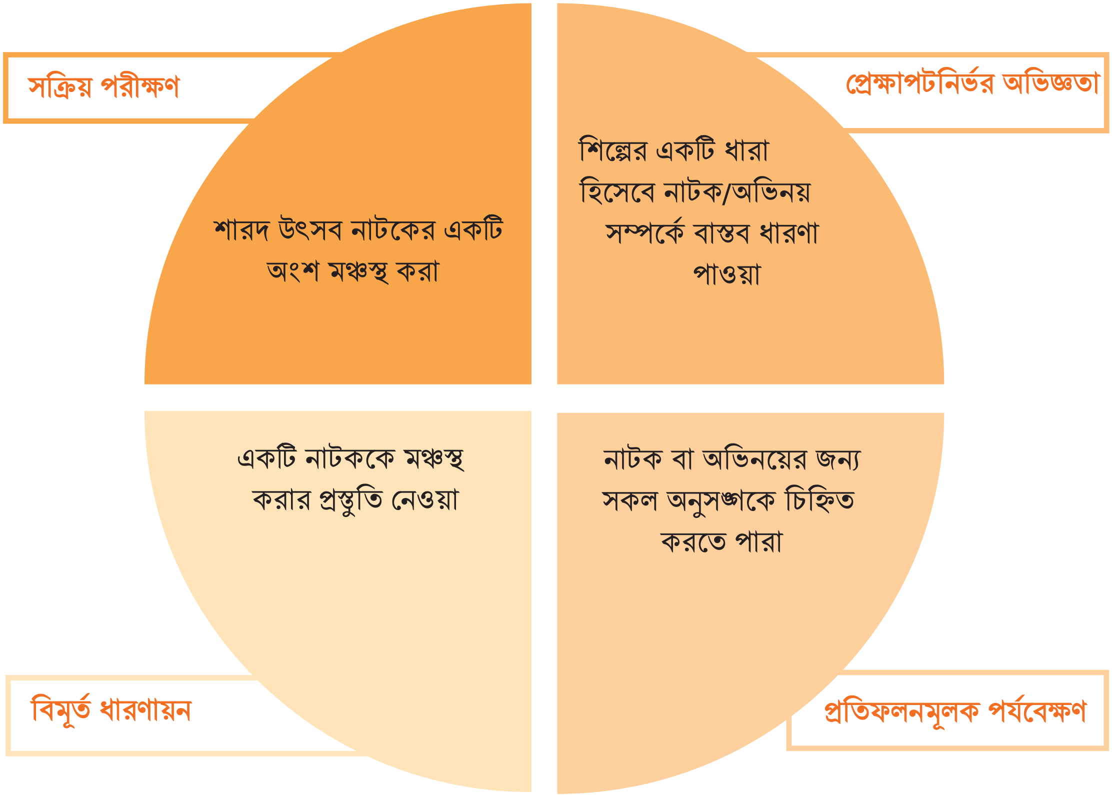


**সারসংক্ষেপ:** শরৎ প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুভব করে শিল্পকলার যেকোনো মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে পারা। নাটকের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল ভঙ্গি ব্যবহার করবে এবং গানে দাদরা তাল অনুশীলন করবে। পুরো কাজটির মাধ্যমে শরতের প্রকৃতিকে যেমন জানবে তেমনি এটি মনের মত করে প্রকাশ করতে পারবে।

## শিখন-শেখানো কার্যক্রম

**১ম ধাপ ও ২য় ধাপ:** প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলন

### সেশন ১

- শ্রেণিকক্ষের বাইরে ভোরবেলার একটি আনন্দযাত্রা করে সেখান থেকে তারা শরৎ ঋতু সম্পর্কে প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা পাবে। শরৎ ঋতুর বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। তাদের দেখা ও অনুভূতি মিলিয়ে প্রত্যেককে নিজ নিজ বন্ধুখাতায় লিখতে বলুন।
- পাঠ্যবইতে শরৎ নিয়ে যে অনুচ্ছেদ আছে তা পড়ে সেই বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিয়ে নিতে বলুন।
- শরতের প্রকৃতির রূপ দেখে প্রকৃতির উপাদানগুলোর ভিন্নতাকে উপলব্ধি করে বিভিন মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে বলুন।
- পাঠ্যবইতে দেয়া নাটকটি সম্পর্কে ধারণা দিন

**বাড়ির কাজ**—শারদোৎসব নাটকটি বাসায় বার বার পড়বে এবং উপস্থাপনার প্রস্তুতি নিবে।

**ধাপ ৩:** বিমূর্ত ধারণায়ন

### সেশন ২

- সবাই মিলে দাদরা তাল চর্চা করবে। পাঠ্যবই অনুসারে হাতে তালি দিয়ে ধরে রেখে ১ ২ ৩ এবং খালি বা তালি ছেড়ে ৪ ৫ ৬ গুণে তাল চর্চা করবে।
- সৃজনশীল নৃত্যের ধারণা দিন ।
- এরপর শিক্ষাথীর্দের নাটকের জন্য একটি পরিকল্পনা করতে বলুন। দল গঠন করতে বলুন।
- পরিকল্পনা ও পাঠ্যবই অনুযায়ী অভিনয়ের প্রস্তুতি নিতে বলুন। তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন

### সেশন ৩ ও ৪

- গত সেশনের পরিকল্পনা ও পাঠ্যবই অনুসারে একটি দল নাটকের গানটি চর্চা করবে।
- কেউ কেউ সংলাপ ও মঞ্চ সজ্জার বিষয়ে পাঠ্যবইয়ের নির্দেশনা অনুসরনে প্রস্তুতি নিবে।
- একটি দল নাটকের চরিত্রগুলোতে অভিনয় করবে। কেউ কেউ ছেলের দল হবে, একজন হবে ঠাকুরদা। সংলাপের মাধ্যমে এই নাটকটি উপস্থাপন করবে।
- একটি জায়গাকে মঞ্চের জন্য নির্ধারণ করে একদল ছবি এঁকে মঞ্চ সাজাবে। সাথে হাতের কাছে শরতের যা কিছু প্রাকৃতিক উপকরণ পাওয়া যায় তা দিয়ে মঞ্চ সাজানোর কাজ করবে।
- এক দলের কয়েকজন ধানখেত হতে পারে, কয়েকজন মেঘ হয়ে ভেসে যেতে পারে, কয়েকজন পাখি হয়ে উড়ে যেতে পারে, কয়েকজন নৌকা বেয়ে চলার ভঙ্গি করতে পারে।

- একটি দল নাটকে থাকা গানটি গেয়ে সহযোগিতা করবে।
- আরেকটি দল গানের কথা বুঝে সে অনুযায়ী নিজেরাই দেহভঙ্গি তৈরি করে পুরো গানটিকে উপস্থাপন করবে।

**সেশন ৫**

- নাচ, গানসহ নাটক চর্চা করবে।
- নৃত্য শিল্পী বুলবুল চৌধুরীর সৃষ্টকর্মের যে বর্ণনা আছে তা পাঠ্যবই থেকে পড়ে নিতে বলবেন।

**ধাপ ৪:** সক্রিয় পরীক্ষণ

**সেশন ৬**

- একটি দিন বাছাই করে বিদ্যালয়ে সকলের উপস্থিতিতে শরৎ উদ্‌যাপন করার জন্য ‘শারদোৎসব’ নাটক উপস্থাপন করবে।

**উপকরণ:** অভিনয় করার জন্য সহজলভ্য উপাদান

## অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধাপে কাজ করতে পারলেই ধরে নিতে হবে এই অভিজ্ঞতার শিখন অর্জন হয়েছে। অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী পাঠ্যবইতে এই অভিজ্ঞতায় তার অনুভূতি ও কাজ বর্ণনা করবে। এটি পরবর্তীতে মুল্যায়ন রুব্রিক্স পুরণ করতে শিক্ষককে সহায়তা করবে।

## মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

**শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা :** ৭.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পকলার যেকোনো একটি ধারায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

৭.৩ শিল্পের বিভিন্ন ধারার প্রদর্শন ও পরিবেশনা বুঝে ও উপলব্ধি করে বিনোদিত হতে পারা এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হতে পারা।
।

**আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা :** ৭.২ এবং ৭.৩

**ব্যাখ্যা:** যেকোনো ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে, বা চারপাশের বিষয় বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতাকে বুঝতে পারা এবং তার সাথে নিজের অনুভূতিকে মিলিয়ে শিল্পকলার যেকোনো একটি ধারায় অন্তত প্রকাশ করতে পারা।

**শিখন সময় :** ৩টি সেশন

**বিষয়বস্তু :** ১. নাচ ২.অভিনয় ৩. কাহারবা তাল

## সোনা রোদের হাসি শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

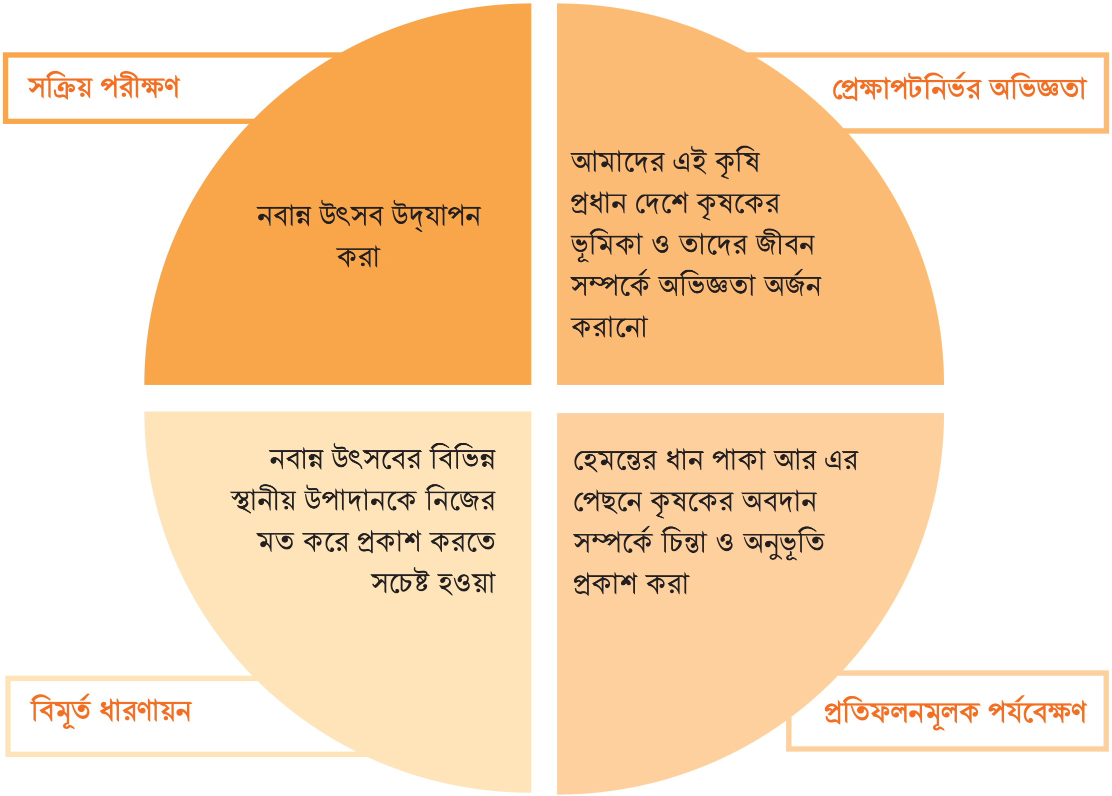


**সারসংক্ষেপ:** এই অভিজ্ঞতায় কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে কৃষকের জীবনকে আরও গভীরভাবে জানার চেষ্টা করবে। তাদের জীবনের অংশ হিসেবে নবান্ন উৎসবকে জেনে ও বুঝে এই উৎসব পালন করবে।

## শিখন-শেখানো কার্যক্রম

**১ম ধাপ ও ২য় ধাপ:** প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলন

### সেশন ১

- আশেপাশে ধান বা শষ্যখেত থাকলে তা দেখাতে নিয়ে যাবেন বা এমন যেকোনো ছবি দেখাবেন।
- হেমন্তকালে ফসলের রুপ কেমন হয়, ফসল পাকার বিষয়টি তাদের বুঝাবেন।
- এলাকায় যদি কৃষিকাজ হয় তবে কৃষকের জীবনের গল্প ও কাজ সম্পর্কে জানতে পারে। অন্য কোনো মাধ্যমে হেমন্ত ঋতু সম্পর্কে ধারণা দিবেন।
- কৃষক ও কৃষিকাজ নিয়ে যেসব গান, কবিতা ও গল্প আছে তা খুঁজে বের করতে পারে।
- সেসবের মধ্য থেকেও কৃষক, তার জীবন ও কাজ সম্পর্কে জানা যেতে পারে।
- পাঠ্যবই পড়তে বলুন। বাড়ির কাজ দিন।

**বাড়ির কাজ**—স্থানীয় বা অন্য যেকোনো অঞ্চলের নবান্ন সম্পর্কে যেকোনো মাধ্যম থেকে জেনে আসবে ও বন্ধুখাতায় লিখে রাখবে।

**ধাপ ৩:** বিমূর্ত ধারণায়ন

### সেশন-২

- শ্রেণিতে ও বাড়িতে নবান্ন নিয়ে কোনো গান, কবিতা, নাচ চর্চা করবে।
- সারগাম অনুশীলন করবে।
- নবান্ন উৎসবের প্রস্তুতি নিবে।

## ধাপ ৪: সক্রিয় পরীক্ষণ

### সেশন-৩

নিজেরা একটি নবান্ন উৎসবরে আয়োজন করতে পারে যেখানে নিচের কাজগুলো করতে পারে-

- স্থানীয় যেকোনো উৎসবের আদলে নবান্ন উৎসব আয়োজন করবে।
- পিঠা-পুলির আয়োজন থাকতে পারে।
- নবান্নের গান, নাচ, কবিতা ও নাটক পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে পারে।

**উপকরণ:** নবান্নের গান, নাচ, কবিতা, বই, ভিডিও।

## অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধাপে কাজ করতে পারলেইধরে নিতে হবে এই অভিজ্ঞতার শিখন অর্জন হয়েছে। অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী পাঠ্যবইতে এই অভিজ্ঞতায় তার অনুভূতি ও কাজ বর্ণনা করবে। এটি পরবর্তীতে মুল্যায়ন রুব্রিক্স পুরণ করতে শিক্ষককে সহায়তা করবে।

## মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

**শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা:** ৭.২ গল্প বা ঘটনা শুনে বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যেকোনো একটি ধারায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

**আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা:** ৭.৪ এবং ৭.৫

**যোগ্যতার ব্যাখ্যা:** কোনো ঘটনার বর্ণনা বা গল্প শুনে তা বিশ্লেষণ করতে পারা, ঘটনা সংশ্লিষ্ট অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারা এবং তার সাথে কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে শিল্পকলার কোনো একটি ধারায় প্রকাশ/প্রর্দশন করতে পারা।

**শিখন সময়:** ৬টি সেশন

**বিষয়বস্তু:** নাচ, গান, আবৃত্তি, সারা বছরের কাজ

## আমার দেশ আমার বিজয় শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

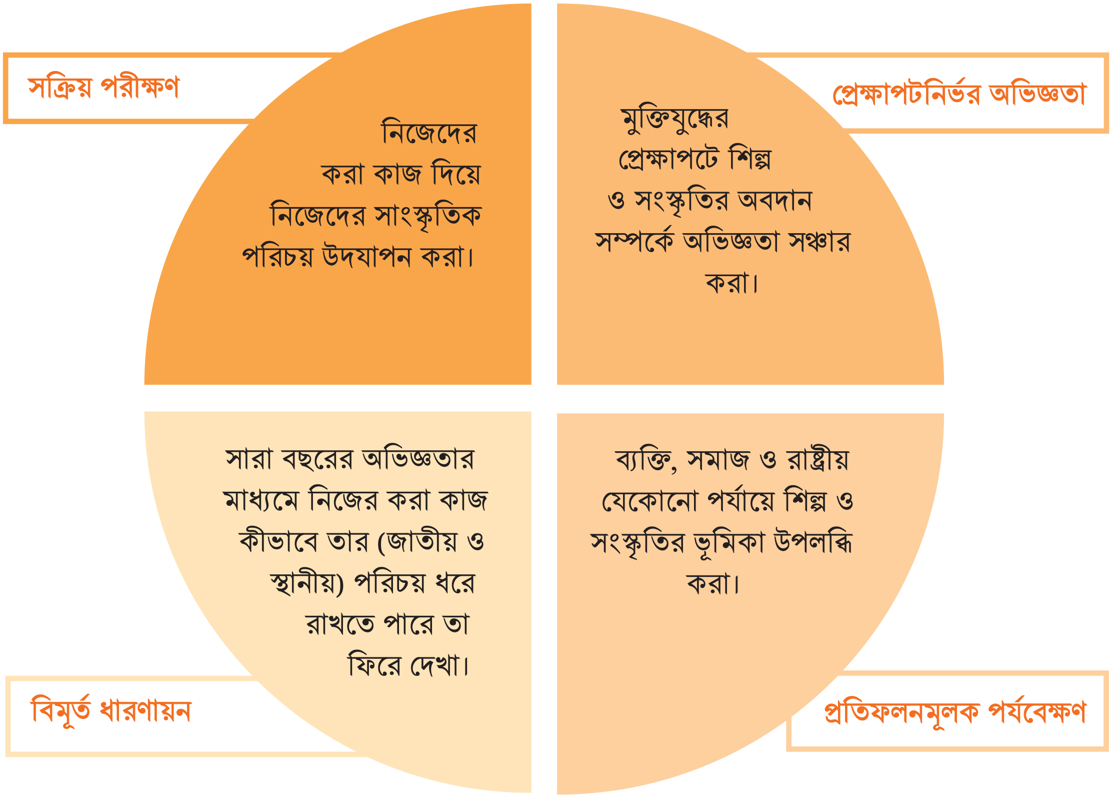


**সারসংক্ষেপ:** পুরো বছর জুড়ে দৃশ্যকলা ও উপস্থাপন কলার যা উপাদান দেখেছে, শুনেছে ও হাতেকলমে অনুশীলন করেছে তা একসঙ্গে বছর শেষে কাজের মাধ্যমে ফিরে দেখবে এবং সব কাজের প্রর্দশনী করে এই বিষয়টি শেষ করবে। এই কাজটি সামষ্টিক মুল্যায়নের অংশ হবে।

## শিখন-শেখানো কার্যক্রম

**১ম ধাপ ও ২য় ধাপ :** প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা, প্রতিফলন ও বিমূর্ত ধারণায়ন

### সেশন ১, ২ ও ৩

- শিক্ষার্থীদেরকে মুক্তিযুদ্ধে শিল্পীদের ভূমিকা সম্পর্কে জানানোর জন্য যেকোনো ডুকমেন্টারি দেখাতে পারেন। অথবা শিশু-কিশোরদের উপযোগী কোনো গান, আবৃত্তি, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান দেখাতে/শোনাতে পারেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় শিল্পীরাও যে তাদের কাজ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তা তাদের জানাতে হবে।
- পাঠ্যবইয়ের পাঠটুকু পড়তে বলবেন।
- এগুলো জানার ও পড়ার পর তাদের বন্ধুখাতায় নিজের উপলব্ধি লিখতে বলবেন।
- এরপর দলে ভাগ করে একটি কাজ করতে দিবেন। কাজটি হলো মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত বই, পত্রিকা, গল্প, ছবি, দেখে, শুনে, পড়ে তার আলোকে নিজেদের অনুভুতি প্রকাশের জন্য আঁকা, গড়া, লেখার চেষ্টা করবে।

**ধাপ ৪:** সক্রিয় পরীক্ষণ

### সেশন ৪, ৫ ও ৬

## বার্ষিক প্রদর্শনী

- **বছর শেষের উৎসব**— বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ও প্রদর্শনী

- প্রদর্শনী হবে দিবস উৎযাপনের অংশ হিসেবে। এই উৎযাপনে অন্যান্য শ্রেণির বা বিষয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ জানাবেন।
- প্রস্তুতি গ্রহণের সময় দিবেন ১ টি সেশন। যদি যেকোনো দলের আগের করা কোনো শিল্পসামগ্রী নষ্ট হয়ে যায় তবে তারা চাইলে আবার তৈরি করতে পারে। তবে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।
- সারা বছরের কাজ ফিরে দেখা: নিজেদের সব কাজের তালিকা করতে বলবেন। এরপর সেই তালিকাকে নিচের ভাগ অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করতে বলবেন।
- কোনো কোন কাজ প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ে করেছে,
- কোনো কোনো কাজ পারিবারিক ঘটনা ও জাতীয় ঘটনা নিয়ে করেছে,
- কোনো কোনো কাজ দেশীয় ও লোকসংসকৃতির অংশ হিসেবে বেছে নিয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের বলবেন তাদের কাজগুলোকে দৃশ্যকলা ও উপস্থাপন কলার মধ্যে শ্রেণিবিভাগ করতে।
- শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিকল্পনা করে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন।

**উপকরণ:** সারা বছরের কাজ ও শিল্প সামগ্রী।

## অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধাপে কাজ করতে পারলেই ধরে নিতে হবে এই অভিজ্ঞতার শিখন অর্জন হয়েছে। অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী পাঠ্যবইতে এই অভিজ্ঞতায় তার অনুভূতি ও কাজ বর্ণনা করবে। এটি পরবর্তীতে মুল্যায়ন রুব্রিক্স পুরণ করতে শিক্ষককে সহায়তা করবে।

## মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

## শিখনকালীন মূল্যায়ন

- বিভিন্ন অধ্যায়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের সময় শিক্ষক পি আই এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। এর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর দূর্বল ও সবল দিক চিহ্নিত করে তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া। পরামর্শ ও সহায়তা দিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে দেয়া।
- শিখনকালীন মূল্যায়ন হবে পি আই, সহপাঠী মূল্যায়ন ছক, অভিভাবক মূল্যায়ন ছকের মাধ্যমে।
- স্বাধীনতা আমার, কাজের মাঝে শিল্প খুঁজি, শরৎ উৎসব অভিজ্ঞতায় সহপাঠী মূল্যায়ন , অভিভাবক মূল্যায়ন ছক পূরণ করাতে হবে।
- শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে ৫টি শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হলো বিষয়টির বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে এই যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে সহায়তা দেয়া।
- এই মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা নির্ণয় করা ।
- পারদর্শিতা নির্ণয় করা হবে শিক্ষার্থীর আচরন ও কাজ দেখে।

## সামষ্টিক মূল্যায়ন

- শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের সামষ্টিক মুল্যায়নটি হবে বার্ষিক প্রদর্শনীর/উপস্থাপনার মাধ্যমে।
- প্রদর্শনীর সময় হবে ৩ দিন। ১ম দিন দৃশ্যশিল্পের, ২য় দিন উপস্থাপন শিল্পের মুল্যায়ন। মুল্যায়ন শেষে ১দিন প্রদর্শনীটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।
- শিক্ষার্থীরা চাইলে দৃশ্যকলা ও পরিবেশনকলা দুটিতেই অংশগ্রহন করতে পারে। আবার যেকোনো একটিতেও অংশগ্রহন করতে পারে।
- দৃশ্যকলা ও পরিবেশনকলার পাশাপাশি বন্ধুখাতা মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করা হবে।

# বিভিন্ন অধ্যায়ের জন্য শিখনকালীন মুল্যায়ন ছক সমূহ

## বিশ্বজোড়া পাঠশালা

শিক্ষার্থীর নাম:

রোল নম্বর:

তারিখ:

শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুভূতি পড়ে এবং কাজ দেখে নিচের অংশটিতে টিক দিবেন:

| | | |
|---|---|---|
| ☐ ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছে। | ☐ ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করে অনুধাবন করেছে। | ☐ ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা অনুধাবন করে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে |

শিক্ষকের স্বাক্ষর: তারিখ:

## নকশা খুঁজি নকশা বুঝি

শিক্ষার্থীর নাম:

রোল নম্বর:

তারিখ:

শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুভূতি পড়ে এবং কাজ দেখে নিচের অংশটিতে টিক দিবেন:

| | | |
|---|---|---|
| ☐ ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছে। | ☐ ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করে অনুধাবন করেছে। | ☐ ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা অনুধাবন করে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে |

শিক্ষকের স্বাক্ষর: তারিখ:

# স্বাধীনতা আমার

শিক্ষার্থীর নাম:

রোল নম্বর:

তারিখ:

শিক্ষার্থীর প্রকাশের আগ্রহ, ধারণার প্রয়োগ ও সহপাঠী মুল্যায়ন ছক দেখে নিচের অংশটিতে টিক দিবেন:

| | | |
|---|---|---|
| ☐ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছে। | ☐ ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করে অনুধাবন করেছে। | ☐ ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা অনুধাবন করে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে |
| শিক্ষার্থীর প্রকাশের আগ্রহ দেখে নিচের অংশটিতে টিক দিবেন: | | |
| ☐ যে ধারণা পেয়েছে তার প্রতিলিপি প্রকাশ করেছে | ☐ ধারণার প্রতিলিপির প্রকাশ বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে করতে পারে। | ☐ ধারণা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে ধারাবাহিকভাবে যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশ করতে পেরেছে। |
| সহপাঠী মুল্যায়ন | | |
| ☐ রুব্রিক্স দেখে দলগত মুল্যায়ন করেছে। | ☐ রুব্রিক্স দেখে দলগত মুল্যায়ন করে নাই | |

শিক্ষকের স্বাক্ষর: তারিখ:

# বৈচিত্র্যে ভরা বৈশাখ

শিক্ষার্থীর নাম:

রোল নম্বর:

তারিখ:

শিক্ষার্থীর প্রকাশের আগ্রহ দেখে নিচের অংশটিতে টিক দিবেন:

| | | |
|---|---|---|
| ☐ যে ধারণা  পেয়েছে তার প্রতিলিপি প্রকাশ করেছে। | ☐ ধারণার প্রতিলিপির প্রকাশ বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে করতে পারে। | ☐ ধারণা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে ধারাবাহিকভাবে যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশ করতে পেরেছে। |

শিক্ষকের স্বাক্ষর: তারিখ:

# কাজের মাঝে শিল্প খুঁজি

শিক্ষার্থীর নাম:

রোল নম্বর:

তারিখ:

শিক্ষার্থীর প্রকাশের আগ্রহ, ধারণার প্রয়োগ ও সহপাঠী মুল্যায়ন ছক দেখে নিচের অংশটিতে টিক দিবেন:

| | | |
|---|---|---|
| ☐ নির্দেশনা মেনে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশ করছে | ☐ নিয়ম-কানুন, উপাদান জেনে বুঝে, অনুসরণ করে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশ করছে | ☐ নিয়ম-কানুন, উপাদান জেনে বুঝে, অনুসরণ করে ধারণা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে। |
| ধারণার প্রয়োগ | | |
| ☐ শিল্পকলার যেকোনো শাখার মাধ্যমে অনুভূতি প্রকাশের যে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে সে নির্দেশনা মানতে পারে | ☐ শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় অনুভূতি প্রকাশের নিয়ম-কানুন, উপাদান জেনে বুঝে, অনুসরণ করে উপস্থাপনা/শিল্পসামগ্রী বানিয়েছে। | ☐ নিয়ম-কানুন, উপাদান জেনে বুঝে, অনুসরণ করে ধারণা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে। |
| সহপাঠী মুল্যায়ন | | |
| ☐ রুব্রিক্স দেখে দলগত মুল্যায়ন করেছে। | ☐ রুব্রিক্স দেখে দলগত মুল্যায়ন করে নাই | |

শিক্ষকের স্বাক্ষর: তারিখ:

# শরৎ উৎসব

শিক্ষার্থীর নাম:

রোল নম্বর:

তারিখ:

শিক্ষার্থীর প্রকাশের আগ্রহ, ধারণার প্রয়োগ ও সহপাঠী মুল্যায়ন ছক দেখে নিচের অংশটিতে টিক দিবেন:

| তার প্রকাশের আগ্রহ বুঝে নিচের অংশটিতে টিক দিবেন: | | |
|---|---|---|
| ☐ যে ধারণা পেয়েছে তার প্রতিলিপি প্রকাশ করেছে। | ☐ ধারণার প্রতিলিপির প্রকাশ বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে করতে পারে। | ☐ ধারণা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে ধারাবাহিকভাবে যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশ করতে পেরেছে। |

| তার প্রকাশের সক্ষমতা বুঝে নিচের অংশটিতে টিক দিবেন: | | |
|---|---|---|
| ☐ নির্দেশনা মেনে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশ করছে। | ☐ নিয়ম-কানুন, উপাদান জেনে বুঝে, অনুসরণ করে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশ করছে। | ☐ নিয়ম-কানুন, উপাদান জেনে বুঝে, অনুসরণ করে ধারণা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে। |
| ধারণার প্রয়োগ | | |
| ☐ শিল্পকলার যেকোনো শাখার মাধ্যমে প্রকাশে যে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে সে নির্দেশনা মানতে পারে। | ☐ শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশে নিয়ম-কানুন, উপাদান জেনে বুঝে, অনুসরণ করে শিল্পসামগ্রী/উপস্থাপনা বানিয়েছে। | ☐ ধারাবাহিকভাবে শিল্পের যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশে নিয়ম-কানুন, উপাদান জেনে বুঝে, অনুসরণ করে শিল্পসামগ্রী/উপস্থাপনা বানিয়েছেন। |
| সহপাঠী মুল্যায়ন | | |
| ☐ রুব্রিক্স দেখে দলীয় মুল্যায়ন করেছে। | ☐ রুব্রিক্স দেখে দলীয় মুল্যায়ন করে নাই। | |

# সহপাঠী মূল্যায়ন ছক

শিক্ষার্থী কর্তৃক দলের সদস্যদের মূল্যায়ন দল নং-

শিরোনাম:

| | | | | | দলের শিক্ষার্থীদের ক্রম | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রম | ক | খ | গ | ঘ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১. | কাজ করতে খুবই আগ্রহী। দলের অন্য সদস্যদেরকেও আগ্রহী করতে চেষ্টা করেছে | দলে নিজের ভূমিকা সুন্দর করে পালন করেছে | নিজের অংশের কাজটুকু মোটামুটি করেছে | নিজের কাজটুকু করতে অসুবিধা বোধ করেছে | | | | | | | | | | |
| ২. | দলের কাজে নতুন আইডিয়া দিয়ে আরও সুন্দর করেছে। | সবার সাথে নানান আলোচনা ও সমস্যা সমাধানে কাজ করেছে | মাঝে মাঝে আলোচনায় ও সমাধানে কাজ করতে পেরেছে | অল্প কিছু আলোচনায় ও সমাধানে কাজ করতে পেরেছে | | | | | | | | | | |
| ৩. | সহপাঠীদের কাজে/ শিল্পসামগ্রী তৈরিতে বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিয়েছে | সহপাঠীদের কাজে/শিল্পসামগ্রী তৈরিতে উৎসাহ দিয়েছে এবং ফিডব্যাক দিতে চেষ্টা করে করেছে | সহপাঠীদের কাজে/ শিল্পসামগ্রী তৈরিতে সাহায্য করতে পারে নাই তবে প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিয়েছে | সহপাঠীদের কাজে/ শিল্পসামগ্রী তৈরিতে সহযোগিতা করতে পারে নাই | | | | | | | | | | |

দলের সকল শিক্ষার্থীর ক্রমানুযায়ী নাম, রোল ও স্বাক্ষর :

| ক্রম | নাম | রোল | সাক্ষর |
|---|---|---|---|
| ১ | | | |
| ২ | | | |
| ৩ | | | |
| ৪ | | | |
| ৫ | | | |
| ৬ | | | |
| ৭ | | | |
| ৮ | | | |
| ৯ | | | |
| ১০ | | | |

শিক্ষকের নাম : স্বাক্ষর ও তারিখ :

# অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীর সাথে আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে নিচের বক্সে টিক চিহ্ন দিন-

- ☐ শিক্ষকের নির্দেশনার ভিত্তিতে কাজ করেছে।
- ☐ এই পাঠ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে জানার চেষ্টা করেছে।
- ☐ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল কাজ করেছে।
- ☐ নিজের কাজ গুছিয়ে করেছে।
- ☐ এই পাঠে-----------------------------------------------------------------------------চর্চা করেছে।
- ☐ এই পাঠে শিক্ষার্থী যে বিষয়টি রপ্ত করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করেছে/ প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত করেছে-

অভিভাবকের মন্তব্য ও স্বাক্ষর:

তারিখ:

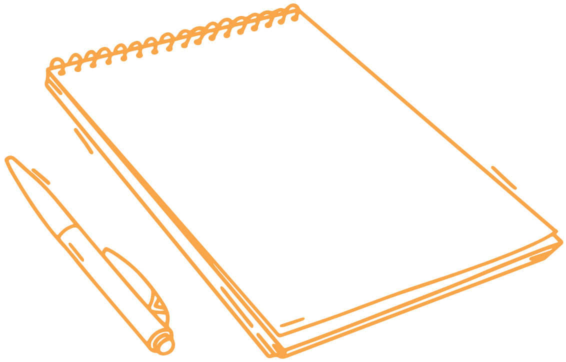

শিল্পী প্রাণেশ কুমার মণ্ডল ও নিতুন কুণ্ডুর আঁকা মুক্তিযুদ্ধের যুগান্তকারী পোস্টার

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিল্পী কামরুল হাসানের নেতৃত্বে একদল শিল্পী মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার, কার্টুন, লিফলেট তৈরির কাজে যুক্ত হলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুন কুণ্ডু, প্রাণেশ মণ্ডল, নাসির বিশ্বাস ও বীরেন সোম। এই শিল্পীরা আঁকেন যুগান্তকারী সব পোস্টার, কার্টুন। এর মধ্যে শিল্পী নিতুন কুণ্ডু আঁকলেন 'সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী' আর শিল্পী প্রাণেশ মণ্ডল 'বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা'। এই দুই পোস্টার হয়ে উঠল আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অসাধারণ প্রতিকৃতি। মনপ্রাণ-জাগানিয়া মুক্তিযুদ্ধের এক অনন্য শৈল্পিক দলিল সেই যুদ্ধ সময়ে তো বটেই, এখনও অনুপ্রাণিত করে দেশের মানুষকে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

৭ম শ্রেণি

শিক্ষক সহায়িকা

# শিল্প ও সংস্কৃতি

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

## পরামর্শ মানসিক শক্তি বাড়ায়

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য